POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٤﴾

'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার।'

(আল-বাকারা: ১৮৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 37

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 12 Sep, 2024 8 রবিউল আওয়াল 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

নাজাশি বাদশহার মৃত্যু সংবাদ সেই দিনই আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন। আঁ হযরত (সা.) তাঁর জানাযা গায়েব পড়ান।

১৩১৮) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) তাঁর সাহাবাদেরকে নাজাশী বাদশাহ্‌র মৃত্যু সংবাদ দেন। অতঃপর তিনি এগিয়ে যান আর সাহাবাগণ তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। অতঃপর তিনি চারটি তকবীর উচ্চারণ করেন।

১৩২৭) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,রসুলুল্লাহ্ (সা.) ইথিওপিয়ার বাদশাহর মৃত্যু সংবাদ সেই দিন দেন, যেদিন বাদশাহ মৃত্যু বরণ করেন। তিনি (সা.) বললেন, 'নিজেদের ভাইয়ের জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা কর।'

* হযরত সৈয়্যদ জয়নুল আবেদিন ওলীউল্লাহ্ শাহ (রা.) বলেন: বস্তুত নাজাশির জানাযা সেই অন্তর্দৃষ্টির কারণে পড়া হয়েছিল যা আঁ হযরত (সা.) ঐশী ওহী দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যাতে জানানো হয়েছিল যে তিনি নিজ ঈমানে সত্যবাদী এবং একনিষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দেওয়ার অভিপ্রায় এটিই প্রতীত হয়, যার সত্যায়ন আঁ হযরত (সা.)-এর কাজের মাধ্যমে হয়েছে। অর্থাৎ তিনি (সা.) তাঁর জানাযা পড়েছেন আর এটি এক বিশেষ আচরণ যা ঐশী ইচ্ছা দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২ আগস্ট ২০২৪
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

একজন পুরুষের উচিত তার স্ত্রীর মনে এই কথা বদ্ধমূল করে দেওয়া যে সে এমন কোন বিষয় কখনই পছন্দ করবে না যা ধর্মের পরিপন্থী আর স্ত্রীর মনে এই ধারণাও তৈরী করতে হবে যে, সে স্ত্রীর প্রতি এমন নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী নয় যে, তার কোন ভুলকেই সে উপেক্ষা করতে পারে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

আমাদের পরিপূর্ণ পথপ্রদর্শক রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে, নিজের পরিবারের প্রতি উত্তম আচরণ করে। স্ত্রীর প্রতি যার আচরণ উত্তম আর যে ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করে না এবং নির্বিরোধপূর্ণভাবে থাকে না তাকে কিভাবে পুণ্যবান বলা যায়? একজন ব্যক্তি অন্যের কল্যাণ সাধন তখনই করতে পারে যখন সে নিজের স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করে এবং আপোসপূর্ণ জীবনযাপন করে এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে তাকে গালিগালাজ করে না বা প্রহার করে না। এমন ঘটনার উদাহরণ আছে, যখন অনেক সময় ক্রোধে পূর্ণ এক ব্যক্তি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রহার করে এবং কোন স্পর্শকাতর স্থানে আঘাত লেগে স্ত্রীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। এই কারণেই তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেন- عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ অর্থাৎ তাদের প্রতি সদয় আচরণ কর। কারো স্ত্রী যদি কোন অন্যায় করে, তবে অবশই তাকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত। একজন পুরুষের উচিত তার স্ত্রীর মনে এই কথা বদ্ধমূল করে দেওয়া যে সে এমন কোন বিষয় কখনই পছন্দ করবে না যা ধর্মের পরিপন্থী আর স্ত্রীর মনে এই ধারণাও তৈরী করতে হবে যে, সে স্ত্রীর প্রতি এমন নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী নয় যে, তার কোন ভুলকেই সে উপেক্ষা করতে পারে না।

একজন স্বামী তার স্ত্রীর জন্য খোদা তা'লার প্রতিরূপের মর্যাদা রাখে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ তা'লা নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতেন, তবে মহিলাদেরকে তাদের স্বামীকে সিজদা করার আদেশ দিতেন। সুতরাং, একজন পুরুষের মধ্যে শক্তিমত্তা ও কোমলতা, এই দুইয়ের সমাবেশ থাকাই বাঞ্ছনীয়। যদি স্বামী তার স্ত্রীকে ইটের স্তুপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলে, তবে তাতে স্ত্রীর কোন অভিযোগ থাকতে পারে না।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১)

مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ বলতে কেবল অর্থকড়ির কথায় বোঝানো হয় নি যে কিছু অর্থ খোদার পথে দান করে মানুষ নিজেকে কর্তব্যমুক্ত বলে মনে করতে পারে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জের ৩৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

এখানে مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ বলতে কেবল অর্থকড়ির কথায় বোঝানো হয় নি যে কিছু অর্থ খোদার পথে দান করে মানুষ নিজেকে কর্তব্যমুক্ত বলে মনে করতে পারে। বরং مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ আয়াতে তার চোখ, কান, মস্তিষ্ক,নাক এবং হাত-পা ও সমগ্র দেহ অন্তর্ভুক্ত। مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ আয়াতে ঘরবাড়িও এর অন্তর্ভুক্ত। যে অন্ন সে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে সেটাও। কৃষকের উৎপাদন করা মূলো, গাজর ইত্যাদি শাকসব্জিও এর মধ্যে পড়ে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অর্থ ব্যয় করে কোন ব্যক্তি আর্থিক কুরবানীকারী হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে। কিন্তু শরিয়ত কেবল আর্থিক কুরবানী করার আদেশ করে নি। বরং শরিয়ত আদেশ করে, আমরা তোমাকে যা কিছু দিয়েছি তার একটা অংশ তোমরা খোদা ত'লার পথে ব্যয় কর। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি নিজের যাবতীয় সম্পত্তিও চাঁদা হিসেবে দান করে দেয়,কিন্তু তার চোখগুলি খোদা তা'লার বান্দাদের সেবায় অংশ না নেয়, তার হাত-প খোদা তা'লার সেবায় অংশ না নেয়,তবে সে এমন দাবি করতে পারবে না যে, আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দান আমার কর্তব্য পালন করেছি। এটা তর্ক হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে, কিন্তু সেটাকে ধর্ম বলে মেনে নেওয়া যাবে না। ধর্মের দাবি পূর্ণ করতে হলে সমগ্র শরীরকে খোদা তা'লার বান্দার সেবায় নিয়োজিত করা আবশ্যক। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামত দিবসে যখন সমস্ত মানুষ খোদা তা'লার সামনে উপস্থিত হবে, তখন তিনি মানুষদের বলবেন, হে আমার বান্দারা! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে খাদ্য দিয়েছ। আমি পিপাসার্ত ছিলাম তোমরা আমাকে পানি দিয়েছ। আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, তোমরা আমাকে বস্ত্র দিয়েছ। আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার শুশ্রুষা করেছ। অতএব, যাও, আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। সেই বান্দারা বলবে। সেই বান্দারা বলবে, তওবা তওবা। তুমি আমাদের কি সাধ্যি ছিল যে, আমরা তোমাকে আহার দান করতাম বা পানি করাতাম বা বস্ত্র দান করতাম বা তোমার শুশ্রুষা করতাম। তুমি এই সব কিছু থেকে পবিত্র। তিনি বলবেন, একথা সঠিক। কিন্তু যখন আমার নগণ্য বান্দা তোমাদের কাছে ক্ষুধার্ত অবস্থায় এসেছিল, তখন তোমরা তাকে আহার দিয়েছিলে, যার অর্থ আমাকেই আহার করানো। অনুরূপভাবে যখন আমার এক তুচ্ছ বান্দা তোমার কাছে পিপাসার্ত অবস্থায় এসেছিল, তুমি তাকে পানি পান করিয়েছে,পক্ষান্তরে সেটা আমাকেই পানি পান করানো। অনুরূপভাবে যখন আমার বস্ত্রহীন বান্দাকে তুমি বস্ত্রদান করেছিলে, তখন পক্ষান্তরে আমাকেই বস্ত্র দান করেছিলে।

(তফসীর কবীর, ৬ ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে আতফালদের ক্লাস

সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় হুযুর আনোয়ার লাজনা হলে আসেন যেখানে আতফাল ও নাসেরাতের পৃথক পৃথক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমে আতফালদের ক্লাস আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। স্নেহাশিস সায়েম আহমদ তিলাওয়াত করেন আর এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করে মুহাম্মদ আনসার মাহমুদ। হুযুর বলেন, আপনি কেবল উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করলেন। বাচ্চারা এর বুঝল কী? তাদেরকে বোঝানোর জন্য ডেনিশ অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল। তারা তো বুঝতেই পারল না যে আয়াতগুলির অর্থ কি আর এগুলি কি জিনিস।

এরপর স্নেহাশিস শিয়ান মাহদী হাদীস উপস্থাপন করেন।

হাদীস: হযরত আইয়ুব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে এমন কোন কর্মবিধি বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং আগুন থেকে দূরে নিয়ে যাবে। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না। নামায পড়, যাকাত দাও, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর, অর্থাৎ আত্মীয়দের সঙ্গে ভালবাসা সহকারে বসবাস কর।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি কুরআন করীমে তিলাওয়াত করেছেন। হাদীসও পাঠ করেছেন। এ থেকে আপনি কতটুকু বুঝেছেন।

কুরআন করীমে আয়াতে 'তাওয়াক্কুল' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতার বিষয়ে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করা কি? হুযুর বলেন, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করার অর্থ হল, তিনিই সমস্ত কিছু দান করেন কেবল তাঁরই উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। খোদা তা'লাকে সমস্ত কিছুর রক্ষাকর্তা হিসেবে জ্ঞান করতে হবে। তোমরা পড়াশোনা কর, পরিশ্রম কর। পুরো পরিশ্রমের পর আল্লাহ্ তা'লার উপর আস্থা রাখ যে, তিনি যেন তোমাদেরকে ভালভাবে পরীক্ষা দেওয়ার তৌফিক দান করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে থাক। মানুষের মুখাপেক্ষী না হয়ে খোদা তা'লার কাছে আশা কর।

হুযুর বলেন, বল তো শিরক্ কি জিনিস? শিরকের অর্থ হল খোদা তা'লার বিপরীতে অপর কাউকে খোদা মনে করা, কেবল তারই কাছে যাচনা করা এবং ইবাদত করা। কাফেররা মূর্তি পুজো করত। এভাবে তারা শিরক করত। খোদার বিপরীতে তাদের উপাস্য বানিয়ে রেখেছিল। খানা কাবায় মূর্তি রাখা হয়েছিল, তারা সেগুলির পুজো করত। এইভাবে তারা শিরক করত।

যাকাত সম্পর্কে হুযুর বলেন, এর অর্থ হল খোদা তা'লার পথে খরচ করা যাতে তিনি সেই সম্পদ পবিত্র করে দেন এবং তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি করেন।

কুরআন করীমে নির্দেশ রয়েছে নামায পড়ার। যাকাত দেওয়ার। এর অর্থ হল খোদা তা'লার পথে খরচ কর। দান-খয়রাত কর, চাঁদা দাও, মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের জন্য খরচ কর, ধর্মের সেবার জন্য খরচ কর, সদকা কর- এই সব কিছুই যাকাতের অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়াও ইসলামে একটি বিশেষ প্রকারের চাঁদাকে যাকাত বলা হয় আর একটি নির্দিষ্ট মান রয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি এক বছর সময়কাল পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাঙ্কে সঞ্চিত রাখে, একবছর পর সেই সঞ্চিত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ খোদা তা'লার পথে খরচ করে থাকে। এছাড়াও সোনার যাকাত রয়েছে, রূপার যাকাত রয়েছে। এই দুটির একটি নির্দিষ্ট হার রয়েছে। বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এর চল্লিশভাগের এক ভাগ যাকাত প্রদান করা হয়। এই সমস্ত বস্তুতে মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকেই যাকাত নির্ধারিত হয়ে আছে। এছাড়াও আরও কিছু জিনিস আছে যেগুলির উপর যাকাত ধার্য করা হয়।

হুযুর বলেন, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা কাকে বলে? এর অর্থ আত্মীয়দের মধ্যে পরস্পর উত্তম আচরণ করা। নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে থাকা, ভালবাসার সঙ্গে থাকা। যদি তোমরা পরস্পর নিজেদের তুতো ভাই-বোনদের সঙ্গে ঝগড়া কর তবে এটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা নয়। আত্মীয়তা বন্ধন হল, ভাই, তুতো ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়রা পরস্পরের প্রতি যত্নবান থাকা। এর পর স্নেহাশিস মুগীস আহমদ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত থেকে একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে।

'নামায হল খোদা তা'লার অধিকার, এটি যথাযথভাবে পূর্ণ কর। .....যদি সমস্ত পরিবার ধ্বংস হলেও নামায ত্যাগ করো না। কাফের (অস্বীকারকারী) ও মুনাফিক-রাই (কপট) নামাযকে মন্দ বলে আর তারা বলে, নামায আরম্ভ করার ফলে আমার অমুক অমুক ক্ষতি হয়েছে। নামায কখনোই খোদার প্রকোপ থেকে রক্ষা লাভের মাধ্যম হতে পারে না যারা নামাযকে মন্দ বলে। তাদের নিজেদের মধ্যেই বিষ থাকে, যেভাবে অসুস্থকে মিষ্টিও তেতো লাগে, অনুরূপে তারা নামাযে আনন্দ পায় না। এটি ধর্মকে যথাযথ করে, চরিত্র গঠন করে এবংপৃথিবীর সংশোধন করে। নামাযের আনন্দ ও স্বাদ পৃথিবীর সকল আনন্দ ও স্বাদের থেকে অধিক। দৈহিক আনন্দ-উপভোগের জন্য হাজার হাজার ব্যায় করা হয় আর তার পরিণাম হয় রোগ-ব্যাধি। আর এটি হল বিনামূল্যের বেহেশত যা সে লাভ করে থাকে। কুরআন করীমে দুইটি জান্নাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে একটি ইহজাগতিক জান্নাত আর সেটি হল নামাযের আনন্দ।"

(মালফযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৯১-৫৯২)

এরপর স্নেহাশিস ফারায আহমদ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযম পরিবেশন করে।

'কভি নুসরত নেহিঁ মিলতি দারে মৌলা সে গান্দোঁ কো, কভি যায়া নেহিঁ কারতা ওহ আপনে নেক বান্দোঁ কো।'

এরপর মুদাস্‌সের আহমদ ডেনমার্কের বিষয়ে একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে। এরপর শামায়েক আহমদ 'মসজিদ নুসরাত জাহাঁ-র উপর একটি বক্তব্য রাখে।

মুদাস্‌সির আহমদ নিজের বক্তব্যে বলে, মসজিদ উদ্বোধনের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) ১৯৬৭ সালের ২০ শে জুলাই ট্রেনে করে কোপেনহেগান শহরে আসেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ট্রেনে করে কোথায় এসেছিলেন সেকথার উল্লেখ নেই। মুদাসসির আহমদ উত্তর দেয়, হামবার্গ (জার্মানী) থেকে ট্রেনে করে ডেনমার্ক এসেছিলেন। জার্মানী থেকে ডেনমার্ক পথে সমুদ্র রয়েছে। গোটা ট্রেন ফেরিতে চাপানো হয় এবং অপর প্রান্তের বন্দর থেকে বেরিয়ে নিজের রেলট্র্যাকে চলে আসে।

এরপর মসজিদ নুসরাত জাহাঁর গোড়াপত্তনের ভিডিও দেখানো হয়। এতে সাহেবযাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেবকে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে দেখা যায়। ১৯৬৬ সালের ৬ই মে এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই ভিডিওতে হযরত চৌধুরী স্যার যাফরুল্লাহ খান সাহেবকে নামাযের ইমামতি করতে দেখানো হয়েছে।

একটি বাচ্চাছেলে প্রশ্ন করে যে, আমরা নামায পড়ছি, নামায এখন সম্পূর্ণ হয় নি, এমতাবস্থায় ইমাম বা-জামাত নামায শুরু করে দেন, তবে আমাদের কি করণীয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, ফরয নামায অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা যখন সুন্নত পড়ছ আর অন্যদিকে ফরয নামায আরম্ভ হয়ে যায়, তখন সুন্নত ছেড়ে দিয়ে ফরয নামাযে যোগ দাও। আর এই সুন্নত পরে পড়ে নাও। হুযুর বলেন, ইমামের সঙ্গে বা-জামাত নামায পড়া বেশি আবশ্যক এবং বেশি পুণ্য ও কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে। এর ফলে ঐক্য ও সংহতি তৈরী হয়। আর এই আদেশও রয়েছে যে একজন ইমামের পিছনে চল।

হুযুর বলেন: ফরয হল এমন একটি বিষয় যা তোমাদের জন্য অবশ্য করণীয়। ইমাম যদি ফরয নামায পড়ায়, তাহলে সুন্নত ও নফল বাদ দিয়ে ইমামের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। ফরয নামায যথাসময়ে পড়া আবশ্যক এবং সুন্নত আঁ হযরত (সা.) পড়ে দেখিয়েছেন এবং তা পড়ার উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু সেটিকে আগে বা পরে পড়া যেতে পারে; কিন্তু সুন্নত নামায পড়ার জন্য ফরয নামায এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে নিয়ে আসা যায় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ফরয নামায যদি মসজিদে বা-জামাত হয়, তবে আপানকে অব্যশই ইমামের পিছনে তা পড়তে হবে। অন্যান্য সমস্ত কিছু পিছনে থেকে যাবে। এক ইমামের অনুসরণের ফলে ঐক্য প্রকাশ পায়। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা এর পুণ্যও কয়েকগুণ বেশি রেখেছেন। তিনি বলেছেন তোমরা এক হলে তোমাদের উপর আশিস বর্ষিত হবে। নামায বা-জামাত পড়ার ফরে পরস্পরের আধ্যাত্মিক মর্যাদার প্রভাব পরস্পরের উপর পড়ে থাকে।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে আমরা টুপি কেন পরি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলাম বলে, তোমরা যখন আল্লাহ্ তা'লার দরবারে উপস্থিত হও তখন তোমরা নিজেদের মাথা ঢেকে নাও। এটি হল একটি শিষ্টাচারের প্রতীক। ইংরেজরা বলে, শিষ্টাচারের প্রতীক এই যে, যখন তারা কারো সঙ্গে সাক্ষাত করে তখন হ্যাট পরিহিত থাকলে তা খুলে দিয়ে বিনত হয়। তারা বলে এর ফলে পরস্পরকে

(এরপর ৯ পাতায়.....)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যেখানে জলসা নিজেদের জন্য তরবীয়ত এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির কারণ হয়েছে, অপরদিকে তা অআহমদী ও অমুসলিমদেরকেও ইসলামের শিক্ষা অনুধাবন করার এবং তাদেরকে খোদার নিকট টেনে আনার কারণ হয়েছে। তাই যেখানে আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার আগে আরও বেশি বিনত হওয়া উচিত, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তেমনি এই অঙ্গীকারের উপরও প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত যে, আমরা সব সময় আল্লাহ্ তা'লার বাণী, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর প্রচারের জন্য আগের চায়তে আরও বেশি উদ্যম নিয়ে চেষ্টা করতে থাকব।

আমি জলসার স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই যারা জলসার পূর্বে বা জলসার সময় অসাধারণ সেবা প্রদান করেছেন অথবা জলসা'র পরেও ওয়াইন্ডআপ তথা গুটানোর কাজ করেছেন এবং এখনও করছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদী আবালবৃদ্ধবণিতা এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছে আর কর্মীরা নিজেদের কর্তব্য পালন করেছে। এর জন্য অআহমদীরাও তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছে আর এটি নীরব তবলীগের ভূমিকাও পালন করে থাকে।

আমরা এমটিএ-এর মাধ্যমে জলসার প্রোগ্রামগুলি সুন্দর ভাবে দেখতে পেয়েছি। তাই এসকল স্বেচ্ছাসেবককে আমিও ধন্যবাদ জানাই।

এই বছর, ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে মরিশাস থেকেও প্রথমবারের মতো অনেক খুদ্দাম স্বেচ্ছাসেবক এসে অসাধারণ কাজ করেছে। কানাডা থেকেও খুদ্দাম এসেছে। তারা গুটানোর কাজে সাহায্য করছে। আল্লাহ্ তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

এ জলসায় অংশগ্রহণ করে আহমদীয়াত সম্পর্কে আমার হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এটি সত্য ও মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান জামা'ত। আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য না করি তাহলে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। এখন যদি মুসলমানেরা ঐক্যবদ্ধ হতে চায় তাহলে তাদের উচিত খলীফার হাতে বয়আত করার মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তে যোগ দেওয়া।

(ইসমাঈল বেলন, ফ্রেঞ্চ গিয়ানা)

আমাকে বলা হয়েছে যে, আহমদীয়া জামাত এখানে এসে আমার শান্তি, সম্প্রীতি এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্য কাজ করছে। শুরুর দিকে এটা জেনে আমার হৃদয়ে অনুভূত হয়েছে যে, এগুলি কেবল মুখের কথা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণ করে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি এবং সত্য হিসেবে জেনেছি যে, আহমদীয়া জামা'ত অন্যদের যে কথা বলে তারা নিজেরাও সে কথার ওপর আমল করে। জামা'তের বিশ্বাস এবং কর্ম এক ও অভিন্ন। (মেরিনা, কোস্টারিকা)

তিনি বিশেষ করে সরকারি অ-আহমদী অতিথিদের ধন্যবাদ জানাতে চান যারা আহমদীয়া জামাতের জলসায় অংশগ্রণ করেছেন এবং এইরূপে জামাতের বার্তা প্রচারে নিজেদের ভূমিকা রেখেছেন। সাধারণত ধর্মীয় সংগঠনগুলি কুটনীতিক বা রাজনীতিকদেরকে বিশেষভাবে বহিরাগতদের অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রিত করে থাকে আর অনুষ্ঠানের বিশেষ অংশে আমন্ত্রিত করার তাদের বিদায় জানানো হয়। কিন্তু এর বিপরীতে এটা একেবারেই ভিন্নধর্মী এবং প্রশংসনীয় বিষয় যে, আপনাদের জামাত আমাদেরকে অর্থাৎ অআহমদী অতিথিদের সঙ্গে কোন অন্তরাল রাখে নি। এর থেকে এটাই বোঝা যায় যে, আপনাদের কোন গোপন এজেন্ডা নেই, বরং আপনাদের সমস্ত শিক্ষা স্পষ্ট ও প্রাকাশ্য। আর আপনারা যে শিক্ষামালা উপস্থাপন করেন তা আপনাদের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস ও এজেন্ডার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২ আগস্ট জুলাই, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (২ জহুর, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ্, গত সপ্তাহে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা খোদা তা'লার কৃপারাজী প্রদর্শন করে অত্যন্ত সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এ তিনটি দিন অত্যন্ত বরকতমণ্ডিত দিন ছিল যা আহ্মদী, অআহ্মদী নির্বিশেষে সবার ওপর এক ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। আমি কতিপয় অ-আহমদী অতিথির অভিব্যক্তি বর্ণনা করব, তবে এর পূর্বে আমি জলসার স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই যারা জলসার পূর্বে বা জলসার সময় অসাধারণ সেবা প্রদান করেছেন অথবা জলসা'র পরেও ওয়াইন্ডআপ তথা গুটানোর কাজ করেছেন এবং এখনও করছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদী আবাল বৃদ্ধ বণিতা এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছে আর কর্মীরা নিজেদের কর্তব্য পালন করেছে। এর জন্য অআহমদীরাও তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছে আর এটি নীরব তবলীগের ভূমিকাও পালন করে থাকে। জলসার সকল বিভাগ এবং সকল কর্মী সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রবেশদ্বার, গেট চেকিং, পার্কিং, খাওয়ানো, রান্না বা পরিষ্কার করা যাই হোক না কেন জলসার সমস্ত বিভাগের কর্মীরা এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাচ্চাদের ডিউটি ছিল পানি পান করানোর, কিংবা অন্যান্য ডিওটিও তারা প্রদান করেছে। সবদিক থেকে প্রতিটি বিভাগ খুবই সক্রিয়তা

দেখিয়েছে, এ কারণে তারা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। ছোট খাট ভুলত্রুটি থেকে যায়, যা হয়তো কারো কারো চোখেও পড়ে। কিন্তু এত বড় আয়োজনে এমন ভুলত্রুটি উপেক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। যাইহোক এই যে সকলে ডিউটি দিচ্ছেন, তারা অতিথিদের সেবা ছাড়াও নিঃশব্দ তবলীগ করে যান আর অনেকে এ বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশংসা করে থাকেন, অনেকে লিখিতভাবে সেগুলি পাঠান এবং নিজেদের অভিব্যক্তিও সেখানে তুলে ধরেন। অ-আহমদী অতিথিরাও তাদের অভিমত লিখে পাঠান। অনুরূপভাবে এম.টি.এর মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসে মানুষও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে যে, আমরা এমটিএ-এর মাধ্যমে জলসার প্রোগ্রামগুলি সুন্দর ভাবে দেখতে পেয়েছি। তাই এসকল স্বেচ্ছাসেবককে আমিও ধন্যবাদ জানাই।

এই বছর, ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে মরিশাস থেকেও প্রথমবারের মতো অনেক খুদ্দাম স্বেচ্ছাসেবক এসে অসাধারণ কাজ করেছে। কানাডা থেকেও খুদ্দাম এসেছে। তারা গুটানোর কাজে সাহায্য করছে। আল্লাহ্ তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

এবছর প্রেস ও মিডিয়ার কভারেজও খুব ভাল হয়েছে। অনুরূপভাবে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাও খুব ভালো ছিল। প্রতিবেশীরাও আমাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। প্রতি বছর তাদের পক্ষ থেকে অভিযোগ আসে, এবার আসে নি। তাদের মতে, উপস্থিতি গত বছরের তুলনায় সম্ভবত কম ছিল তাই যানবাহন চলাচলকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। যদিও উপস্থিতি গত বছরের তুলনায় ২০০০ বেশি ছিল, এবং যখন তাদের এই কথা বলা হল, তারা খুব অবাক হল। মাশাআল্লাহ্ খুব ভালো আয়োজন ছিল। এই এলাকার কাউন্সিলর আমাদের একজন আহমদী যিনি একজন মুরব্বীও। তিনি সব প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং ট্রাফিক পরিকল্পনার বিষয়ে খুব ভালো ভূমিকা পালন করেছে। আল্লাহ্ তাঁকেও উত্তম পুরষ্কারে ভূষিত করুন।

যাইহোক আমি এখন অতিথিদের অভিমত ব্যক্ত করব। আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ও উন্মুক্ত করে দিন যারা তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং তাদেরকে আহমদীয়াতের বাণীর প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন। আর আমরা যেন সেই লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হই যা হযরত মসীহ্ (আ.)-এর আবির্ভাবের লক্ষ্য ছিল, সেক্ষেত্রে শুধু এই তিনটি দিনই নয়, এগুলোকে আমরা আমাদের জীবনের অংশও করে নিতে সক্ষম হব।

ফ্রেঞ্চ গিয়ানা থেকে ইসমাঈল বেলন সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি জামা'তের পূর্বপরিচিত হলেও বয়আত করেন নি। এবার জলসায় এসে এখানকার পরিবেশ দেখে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি বিভিন্ন ভাষাভাষী ও জাতির লোকদের সমন্বয়ে এত বড়ো সমাবেশ আগে কখনো দেখি নি। এ জলসায় অংশগ্রহণ করে আহমদীয়াত সম্পর্কে আমার হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এটি সত্য ও মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান জামা'ত। আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য না করি তাহলে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। এখন যদি মুসলমানেরা ঐক্যবদ্ধ হতে চায় তাহলে তাদের উচিত খলীফার হাতে বয়আত করার মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তে যোগ দেওয়া। এরপর তিনি বলেন, জলসা সালানার ব্যবস্থাপনাও অতুলনীয় ছিল। কর্মীরা সকলে হাসিমুখে সেবা করছে,তাদের হাসিতে কোন কপটতা ছিল না। প্রত্যেক কর্মী খুশি মনে অতিথিদের সেবা করছি। আমি কাউকে চিনতাম না, কিন্তু প্রত্যেকে তারা আমার সঙ্গে এমনভাবে সাক্ষাত করছিল যে, বহু বছর থেকে আমরা একে অপরকে চিনি।জলসার পূর্বে আমি বেশ কয়েক বছর যাবৎ মুসলমান ছিলাম, আমি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলাম আর ইসলামি বিধিনিষেধগুলি মেনে চলার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সব সময় মনে হত যেন, কোন কিছুর একটা অভাব রয়েছে। এবার জলসায় অংশগ্রহণ করে অনুভব করলাম যেন, আমার সেই অভাব পূর্ণ হল।

জাপান থেকে আগত বৌদ্ধধর্মের প্রধান পুরোহিত বলেন, আমি জলসার সমস্ত অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছি। আমার স্ত্রী মহিলাদের মার্কিতেও গিয়েছিল। আমরা প্রদর্শনীও দেখেছি আর কিছুক্ষণের জন্য বাজারের দিকেও গিয়েছিলাম। সর্বত্র একটি বিষয় ছিল অনন্য আর সেটা হল স্বেচ্ছাসেবীরা সেখানে নিজেদের কর্তব্যে তৎপরতার সাথে নিয়োজিত। প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পর্যন্ত কর্মীদের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনায় কোনো ভাটা পড়তে দেখা যায় নি। জলসায় অংশগ্রহণকারী আহমদীরাও অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ এবং মিশুক ছিলেন। যখন পৃথিবীর একশটিরও বেশি দেশের মানুষ একটি স্থানে সমবেত হয়, তখন অনেক কিছু ভিন্ন ভিন্ন চোখে পড়ে। অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিন্তু এখানে প্রত্যেকের নৈতিকতা ও আচরণ অভিন্ন ছিল। যেখানেই কাউকে বাধা দেওয়া হয়েছে, সে সেখানেই থেমে গেছে আর যেখানে নামাযের জন্য বা জলসার জন্য ডাকা হয়েছে, সেখানে তারা অবিলম্বে পৌঁছে গিয়েছে। আমাদের জন্য জলসার এই দৃশ্য ভোলার মতো নয়। হুযূর (আই.) বলেন, তিনি আমার সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন আর আমি তাকে বলেছি, এক খোদার প্রতি ঈমান আনয়ন আবশ্যক। এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করুন। অনুরূপভাবে মানবতার প্রতি ভালবাসার উপদেশও তাঁকে দিই। তিনি বলেন, আমি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে প্রথাগতভাবে এক খোদাকে মানি না ঠিকই, কিন্তু আমার হৃদয় এটিই বলে যে, এ বিশ্বের কোনো এক স্রষ্টা ও অধিপতি আছেন এবং আমরা সবাই তাঁর সৃষ্টি আর আমরা সেই স্রষ্টা ও অধিপতির নৈকট্য অর্জন করতে পারি। যাইহোক তাঁর মধ্যে কিছুটা হলেও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অগ্রসর হওয়ার ভাবনা তৈরী হয়েছে।

কোসোভো থেকে আযিজ নেজিরি নামে এক অতিথি এসেছিলেন। তিনি বলেন, প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেলাম। আমি ভীষণ আনন্দিত। প্রতিটি বিষয় সুসংহত উপায়ে পরিচালিত হচ্ছিল। বিশেষ বক্তব্যগুলি অত্যন্ত উপযোগী ছিল। যুগ খলীফার ভাষণ শুনে নিজের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন হতে দেখছি আর এই অনুভূতি নিয়ে ফিরে যাব। এখানে নামায পড়ে আমার মনে এক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়েছে।। তিনি বলেন, আমি এক বয়োঃবৃদ্ধ মানুষ। দোয়া করুন যেন আগামী বছর পুনরায় এই আধ্যাত্মিক পরিবেশে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাই। এই পরিবেশ আমার হৃদয়কে ইসলাম আহমদীয়াতের ভালবাসায় আপ্লুত করেছে। আমি যেখানেই যাই অবশ্যই এ কথার উল্লেখ করব। লোককেও আহমদীয়াতের প্রকৃত শিক্ষা অধ্যায়নের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। যুগ খলীফার যুক্তিপ্রমাণপূর্ণ সমাপনী ভাষণের কথাও উল্লেখ করব।কেননা,আমি নিজে এবিষয়ের সাক্ষী। বারশাতিনাম নামে শহরে জামাতের মিশন হাউস ছিল। মিশন সংলগ্ন একটি দোকান ছিল। বয়আত গ্রহণের পূর্বে যখন আমি সেই দোকানে যেতাম, তখন সেখানে দোকানের মালিক, যে মুসলমান ছিল, যখন সে জানতে পারল যে, আমি মিশন হাউসে গিয়ে নামায পড়ি, তখন সে আমাকে বলল, তুমি এই মসজিদেদে যেও না। এরা কাদিয়ানী, যারা এক নতুন নবীকে গ্রহণ করেছে। তাদের যে নবী, সে আঁ হযরত (সা.) কে গালি দেয়। নাউযুবিল্লাহ। ইসলামের বিদাআত তৈরী করেছে এবং ইসলামের শিক্ষাকে বদলে দিয়েছে। কিন্তু আমি ক্রমাগত নামাযে আসতে থাকি আর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইতাম। আল্লাহ তা'লা আমার অন্তরকে আহমদীয়াতের জন্য আলোকিত করে দেন। কিন্তু এখন এই ভাষণটি শোনার পর পুনরায় আমি উপলব্ধি করেছি যে,কিভাবে অ-আহমদী বিরোধীরা মানুষকে জামাতের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যাইহোক আমি ফিরে গিয়ে লোকদের সামনে এই ভাষণটি রেখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর আলোকেই উত্তর দিব।

চিলি থেকে আগত উমর গায়বুর নামে একজন অতিথি এসেছিলেন। তিনি চিলির জাতীয় সরকারে ডাইরেক্টর অফ ওয়ারশিপ পদে কর্মরত রয়েছেন। তিনি বলেন, আমার কাজ হল চিলিতে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত ধর্মীয় সংগঠনের নথিভুক্তিকরণ এবং সেই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে (আমাদের) দেশে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান ফিরকাগুলোর কাছে জিজ্ঞেস করেছি। তারা সবাই নেতিবাচক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে যার সারাংশ হলো, এরা মুসলমান নয়। জলসায় আপনাদের খলীফার সাথে সাক্ষাৎ হয়। এখন আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি আমার পক্ষ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করব এবং নিজের অধীনস্ত লোকদের কাছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরব যে, আহমদীরা কেবল মুসলমানই নয়, বরং তারা সর্বোত্তম ও আদর্শ মুসলমান। তিনি বলেন, আমি আপনাদের জামাতকে চিলিতে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়েও নিজের সর্বাত্মক চেষ্টা করব। খলীফার প্রথম দিনের ভাষণ আমার বিশেষ ভাল লেগেছে। ভাষণে তিনি অনুশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। আমি বহু ধর্মীয় জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু কখনও এমনটা দেখি নি যে, কোন ধর্মীয় নেতা নিজে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। ভাষণটি আমি শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হই আর সেই সঙ্গে আনন্দিতও হই।কেননা, এটা থেকে বোঝা যায় যে, আপনাদের খলীফা জামাতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য এবং ব্যবস্থাপনায় উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন।

প্যাট্রিসিয়া নামে হল্যাণ্ডের একজন ভদ্র মহিলা বলেন, সর্বপ্রথম আমি যুক্তরাজ্যের ২০২৪ সালের জলসায় আপনাদের আতিয়েতার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ এসেছিলেন,তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের এক অদ্ভুত বহিঃপ্রকাশ ছিল। ইন্ডোনেশিয়া থেকে আমেরিকা পর্যন্ত দেশের মানুষ এসেছিলেন। আপনাদের ধর্মীয় সমাবেশ, পিস ওয়াক ও শান্তি সম্মেলনের মত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকি। এখন এই জলসায় আসা আমার পরবর্তী লক্ষ্য। আমি এখানে দেখেছি প্রত্যাহিক ভিত্তিতে হাজার হাজার অংশগ্রহণকারীদের সামলাতে আর আস্ত একটা গ্রামের বানিয়ে ফেলতে, যার মধ্যে পরিবহণের ঝক্কিও রয়েছে আর সমস্ত ধরণের সুযোগ সুবিধার খুব সুন্দরভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক মানুষ পরস্পরের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিল। কোথাও মানুষের কোন লাইন ছিল না। এর পাশাপাশি মানুষ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাও বজায়

রাখছিল।জলসাকে সম্ভব করে তোলার জন্য পুরো টিম এবং স্বেচ্ছাসেবীদেরকে সাধুবাদ। যুবক ছাত্র এবং প্রত্যেককে ছোট ছোট কাজে নিয়োজিত দেখা এবং মহৎ এক উদ্দেশ্যের জন্য পরস্পরের সহযোগিতা করতে দেখা সব সময় আনন্দদায়ক হয়ে থাকে। বিভিন্ন অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করে শান্তিপূর্ণ সতেজতা অনুভব করেছি, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বয়আতের দৃশ্য চিরদিন মনে থাকবে। বিশ্বব্যাপী প্রতিটি মানুষ যদি মানবতার জন্য আরও অধিক সচেতনতা, জাগরণ ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে যেমনটি আহমদীয়া জামা'ত করে যাচ্ছে তাহলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বের সমস্যাবলীর সমাধান হয়ে যাবে।

আর্জেন্টিনার ন্যাশনাল সেক্রেটারী অব অরশিপের প্রতিনিধি হিসেবে আগত এক অতিথি থমাস র‍্যান্ডল সাহেব বলেন, আমি আপনাদের জামা'তের জলসাকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখেছি। কেননা আপনারা এত চমৎকার ও সুশৃঙ্খলভাবে এত বড় একটি সমাবেশের আয়োজন করেছেন যা আমাদের দেশে অসম্ভব। বরং পুলিশের উপস্থিতিতেও এমন সুচারুভাবে এতবড় সমবেশের কল্পনা করা যায় না। মহিলাদের উদ্দেশ্যে খলীফা যে দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষণ দিয়েছেন তা আমার খুব ভালো লেগেছে। কেননা, আপনারা সামাজিক চাপ ও পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে নিজেদের নীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। যদিও একজন খৃষ্টান হিসেবে তাঁর দ্বারা বর্ণিত সমস্ত বিষয়ে একমত নই। কিন্তু বিশেষ করে পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত যে বিষয়গুলি তিনি বর্ণনা করেছেন তা আমার জন্য অমুসলিম হিসেবেও অনেক উপযোগী ছিল।

তাইওয়ান থেকে আগত একজন ডাক্তার অতিথি ক্রিস্টি চাং সাহেবা বলেন, আমাদেরকে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করা হয়। আমাদের অনেক আতিথেয়তা করা হয়। এরপর আমরা জলসায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাই,যেখানে আমরা হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবীদের কাজ করতে দেখেছি। যা দেখে আমার আশ্চর্যের সীমা ছিল না। আমি পৃথিবীর বহু দেশে অনেক বড় সভায় অংশগ্রহণ করেছি,কিন্তু আমি এত বড় সভা কখনো দেখি নি আর এর পুরো ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবীরা পরিচালনা করছে। লাজনাদের উদ্দেশ্যে ভাষণেও যুগ খলীফা আহমদী মেয়েদের জীবন যাপনের সুন্দর পদধতি শিখিয়েছেন। ভাষণের সময় আমি মেয়েদের হাবভাব লক্ষ্য করছিলাম। যে মনোযোগ ও একাগ্রতা দিয়ে তারা সেই সব উপদেশাবলী শুনছিল,তার থেকে ধারণা করা যাচ্ছিল যে, আহমদী মেয়ে এবং তরুণ প্রজন্ম নিজেদের খলীফাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। আমি প্রথম জামাতের ইমামের সঙ্গে সাক্ষাত করছিলাম। আমার ধারণা ছিল, আমাদের সাক্ষাত নিতান্ত আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে সম্পন্ন হবে। বিভিন্ন ধরণের বিধি ও নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। কিন্তু বাস্তবে সাধারণভাবেই আমাদের কথা হয় এবং কুশল বিনিময় হয়। তিনি তাইওয়ান এর বিষয়েও জানতে চান। আমার মনে বেশি কিছু প্রশ্ন ছিল। কিন্তু আমি জামাতের ইমামের প্রশ্নে উত্তর দিতে এত বেশি মগ্ন হয়ে পড়ি যে, আর কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পাই নি। যাইহোক তাঁর উপর জলসার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

তাইওয়ান থেকে আরও এক অতিথি ডক্টর ফ্রাঙ্ক সাহেব বলেন,অনেক দীর্ঘ সফর অতিক্রম কর এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছি। তাইওয়ান থেকে রওনা হয়ে বেইজিং পৌঁছেছিলাম, কেননা তাইওয়ানে ঝড়ের কারণে ফ্লাইট বাতিল হয়েছিল। কিন্তু তবু আমি সফর করতে সফল হই এবং নিরাপদে পৌঁছে যাই। আমার মনে হচ্ছিল যে, এই সফরটি এক অলৌকিক ব্যাপার। জলসায় অংশগ্রহণ করে মনে হল, এটা ঐশী তকদীর ছিল যার সুবাদে আমি জলসায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছি। জলসার উদ্বোধনী ভাষণে জামাতের ইমাম যখন বললেন যে,এটা কোন জাগতিক সম্মেলন নয়,বরং আধ্যাত্মিক সমাবেশ। তখন পুনরায় আমার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হল যে, বাহ্যত প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও যেভাবে খোদা তা'লা আমাকে জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন, সেটা খোদার দান এবং অলৌকি ঘটনার পরিণাম। আমরা স্বামী স্ত্রী তাইওয়ান থেকে জলসায় অংশগ্রহণকারী সর্বপ্রথম সদস্যদের মধ্যে। আমরা এই অঙ্গীকার নিয়ে জলসা থেকে ফিরে যাচ্ছি যে, দেশবাসীকে বলব যে, আহমদীয়া জামাত অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং সুসংগঠিত ও নীতিবান একটি জামাত আর আগামী বছরগুলিতে আমরা আরও অনেক অতিথিদেরকে জলসায় অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করব।

কানাডা থেকে এক ইরানী নাজাদ অতিথি এসেছিলেন। সম্ভবত তিনি ইয়াসিন সাহেব। তিনি দর্শনশাস্ত্রে পি.এইচ.ডি করেছেন। তিনি সাংবাদিকও বটে। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া জলসাকে ধর্মাকারে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার এক অনন্য প্রদর্শনী হিসেবে পেয়েছি। মুসলমানদের মধ্যে জলসা সালানার প্রেরণা সমপরিমাণে পূর্ণ ছিল। জলসায় অংশগ্রহণ করে প্রথমেই আমি অনুভব করি যে, মুসলমানেরা রুক্ষ-শুষ্ক এবং অনমনীয় ধর্মীয় ব্যাখ্যা থেকে বেরিয়ে এসে পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের সাথে সহানুভূতির উন্মুক্ত গগনে ফিরে আসছে। জামাতকে দেখে আমি অনুমান করে ফেলি যে, আহমদীদের মর্যাদা ও সম্মান, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং ইসলমী শিক্ষামালার এক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাখ্যা বহু শতাব্দী ধরে চলা ধর্মীয় হানাহানি ও উগ্রবাদের পর ইলাহি নির্দেশের ছত্রছায়ায় এক শান্তিপূর্ণ ও জীবনের সুসংবাদ বয়ে এনেছে। আহমদীয়া শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার সমন্বয় সাধন সেই সব সুন্দর শিক্ষাবলীর একটি ছিল যা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান ছিল। আমি আশা করি,আহমদীয়া জামাতের চিন্তাধারা সমধিক সম্মান ও মর্যাদা এবং দ্রুততার সাথে মুসলমান এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষদের মাঝে প্রসারিতহবে,যাতে প্রত্যেকে নাজাত, সমৃদ্ধি এবং সফলতার জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

বেলিজ থেকে আগত রোনাল্ড হাইড নামে একজন অতিথি বলেন, বয়আত অনুষ্ঠানের সময় নিজের ভাবাবেগকে বর্ণনা করতে পারবেন না। তিনি আল্লাহ্ তা'লার সত্তা অনুভুত হয়েছে। তিনি বলেন, অনেক পুরুষ মানুষকে দেখেছি তারা জগতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে উচ্চস্বরে কাঁদছে আর আল্লাহ্ তা'লার নিকট ক্ষমা যাচনা করছে। বয়আতের এই অভিজ্ঞতা তার জীবনে গভীর রেখাপাত করেছে। এত বিশাল জন সমাগমকে সুরা ও সঙ্গীত ছাড়া দেখা সত্যিই আশ্চর্যকর ছিল। আর প্রত্যেকেই যে কেবল আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করতে চায়, সেটাও সত্যিকার অর্থেই প্রশংসাযোগ্য ছিল। এটা সত্যিই জীবন পাল্টে দেওয়া অভিজ্ঞতা ছিল। যারা ডিউটি করছিল, কেবল তারাই নয়, বরং যারা জলসায় অংশগ্রহণ করেন, তাদের দেখেও নিঃশব্দ তবলীগের কাজ সমাধা হয়।

বলিভিয়ার মুবাল্লিগ সিলসিলা বলেন, কার্লোস হিউগো সাহেব এই নিয়ে তৃতীয়বার জলসায় এসেছেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ ইলামের শিক্ষা অধ্যায়ন করছিলেন। একমাস পূর্বে তিনি বয়আতও করেছিলেন। আর জলসা সালানায় তিনি আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। আমি অনুভব করছি যে, আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পর আমর হৃদয় ও অন্তরাত্মা আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আর আমি একজন প্রকৃত আহমদী হয়ে গেছি। একজন নবাগত আহমদী হিসেবে তিনি বলেন, যুগ খলীফা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, মনোযোগ সহকারে নামায পড়, খোদার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরী কর এবং বলিভিয়ায় আহমদীদেরকে কুরআন মজীদ পড়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। তিনি বলেন, আমি এই নির্দেশ পালন করব এবং অন্যদের কাছেও তা পৌঁছে দিব।

উরুগুয়ে থেকে মারিয়া সোল ক্যাবালেরো ফ্রান্সো নামে এক অতিথি এসেছিলেন। তিনি বলেন, জলসা সালানা আমার প্রত্যাশার চায়তে অনেক উন্নত প্রমাণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম বলতে চাই যে, অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা মানসম্মত ছিল। জলসার বক্তব্যগুলো মনমুগ্ধকর ছিল।প্রথম অধিবেশনটি আমার পছন্দের ছিল। 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' -র বাণীর প্রসার ঘটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি সমগ্র পরিবেশে ভ্রাতৃত্বের প্রশান্তিদায়ক অনুভূতি পেয়েছি। ব্যবস্থাপকরাও নিজেদের সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। এত বড় একটা একক হওয়া সত্ত্বেও আমি কোথাও কখনও ভিড় দেখি নি বা ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়েছে বলে হয় নি। গাড়ির জন্য খুব সুন্দর পরিকল্পিত পথ এবং সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা এবং অসাধারণ একটা পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল, যা নিঃসন্দেহে অংশগ্রহণকারী বহু অতিথিকে প্রভাবিত করেছে। জলসায় অংশগ্রহণ করা আমার আধ্যাত্মিকতায় ইতিবাচর প্রভাব ফেলেছে। সব থেকে স্মরণীয় মুহূর্তগুলির মধ্যে একটি হল রবিবার দিন বয়আতের অঙ্গীকারনামা পাঠ করা। যেখানে সকলে মিলে দোয়া করেছে আর অশ্রুপাত করেছে। এমন দৃঢ় ঈমানের আবেগ আমি এর পূর্বে কোথাও দেখি নি। আমার কোন প্রস্তাব থাকলে সেটা এই যে, অতিথিদের জন্য অনুষ্ঠানের মাঝে আরও বেশি সক্রিয়তা থাকা বাঞ্ছনীয়। আমার আরও প্রস্তাব এই যে, মহিলাদেরকে হিজাব পরতে বাধ্য করা উচিত নয়।' মহিলাদেরকে বাধ্য করা হয় না। হয়তো তিনি ভুল বুঝেছেন কিম্বা কোন কর্মী তাকে এমনিই সাধারণ অর্থে বলে দিয়েছে। সাধারণত আমার ধারণা, আমরা এমনটি বলি না। কিন্তু আমরা একথা অবশ্যই বলি যে, মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ লজ্জাশীল ও পরিশিলীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যাইহোক ভদ্রমহিলা বলেন, তবে হিজাব হাতের কাছে যেন অবশ্যই থাকে, যার খুশি সে পরতে পারে।

কোস্টারিকা থেকে আগত একজন অতিথি লোরেনা ভিলা লোবোস বলেন, কোস্টারিকা মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনগুলির সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে, কিন্তু সেগুলিতে মহিলাদের কোনও ভূমিকা চোখে পড়ে না। বরং কেবল পুরুষরাই ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা বিশেষ ধর্মীয় পদে আসীন হয়। কিন্তু আহমদীয়া জামাতের জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করে আমি অবাক

হয়েছি এবং আনন্দিতও হয়েছি। কেননা আহমদীয়া জামা'ত নারীদেরকে পুরুষের সমমর্যাদা দেয়। দ্বিতীয় দিন যখন তিনি মহিলাদের জলসাগাহে আসেন তখন মহিলাদের অনুশাসন এবং পরিচ্ছন্নতার মান অনেক উন্নত তাঁর চোখে পড়েছে। তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, আহমদীয়া জামাত এখানে এসে আমার শান্তি, সম্প্রীতি এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্য কাজ করছে। শুরুর দিকে এটা জেনে আমার হৃদয়ে অনুভূত হয়েছে যে, এগুলি কেবল মুখের কথা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণ করে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি এবং সত্য হিসেবে জেনেছি যে, আহমদীয়া জামা'ত অন্যদের যে কথা বলে তারা নিজেরাও সে কথার ওপর আমল করে। জামা'তের বিশ্বাস এবং কর্ম এক ও অভিন্ন।

বোরোন্ডি থেকে আগত এক অতিথি হাতুন গিমানা পন্টিন সাহেব এসেছিলেন। তিনি জাতীয় সামাজিক ও সংহতি মন্ত্রালয়ের সেক্রেটারী।তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন–এয়ারপোর্ট থেকে বিশ্রামক্ষ পর্যন্ত আমাকে অনেক উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। যুবক স্বেচ্ছাসেবকরা আমাকে স্বাগত জানিয়েছে এবং ক্রমাগত আমার আতিথেয়তা করা হয়েছে। তিন পর্যন্ত জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে অনন্য ভালবাসার সঙ্গে নিরাপত্তা প্রদান এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যে আতিথেয়তা করা হয়েছে তা আমি চিরকাল স্মরণ রাখব। আমার ধর্মবিশ্বাস অনেকটা পৃথক হওয়া সত্ত্বেও আমরা সকলে এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি যিনি আমাদের সকলকে ভালবাসেন এবং আমাদের রক্ত অভিন্ন। জলসার বক্তব্যগুলি ইসলামী শিক্ষায় পূর্ণ আর তা আহমদীয়া সম্প্রদায়র ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কিছু মানুষের অপব্যাখ্যার উপর আলোকপাত করেছে বা বলা যায় সেগুলির অপনোদন করেছে। সারা বিশ্বে আপনাদের সফলতা প্রসঙ্গে প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট যে, আপনারা বিশেষভাবে অভাবীদের সেবার জন্য পরিকল্পনা করে তাদের সাহায্যের জন্য অংশ নেন। আমি আমার দেশ বুরুন্ডিতে এই সব সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাক্ষী। তিনি বলেন, এত বড় সমাবেশ কোন কোন মানুষের কাজ নয়। এটা কেবল আল্লাহ্ তা'লার কাজ।এটা একটা বিরাট ও সুস্পষ্ট নিদর্শন যা একথার সাক্ষ্য দেয় যে, আপনারা যা কিছু করেন তাতে সব সময় আল্লাহ্ তা'লার হাত থাকে। আর আমি দোয়া করছি যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সহায় হোন।

আইস ল্যাণ্ড থেকে আসা এক অ–আহমদী অতিথি সুলেমান বাহ সাহেব জন্মগতভাবে গ্যাম্বিয়ন। তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে জামাতের সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন প্রদর্শনী পরিদর্শন করার পর আমি দেখেছি যে, জামাত আহমদীয়া সারা বিশ্বে কি করছে। জ্ঞানলাভ এবং জ্ঞানের প্রসারের জন্য জামাতের প্রচেষ্টা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আর একথাটিও আমাকে প্রভাবিত করেছে যে, ৪৩ হাজার মানুষের সমাগম সত্ত্বেও পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছে আর পুরুষ ও মহিলারা নিজের নিজের জায়গায় কাজ করছিল। আমি বহু ইসলামী জলসা ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। যদিও সেখানে কেবল কয়েক হাজার মানুষের সমাবেশ ছিল। কিন্তু সেখানে পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ মেলামেশা হচ্ছিল। কিন্তু এই জলসায় এত বিশাল জন সমাগম হওয়া সত্ত্বেও পর্দার বিষয়টি মাথায় রাখা হয়েছে। এটা কোন সাধারণ বিষয় নয়। এটাও একটা নীরব তবলীগ যা আমাদের কাজকর্মের মাধ্যমে এই সব লোকদের কাছে পৌঁছে যায় আর এর জন্য জামাত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। জলসার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা উৎকৃষ্ট মানের ছিল। মানুষ পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল। কর্মীরা আনন্দসহকারে কাজ করছিল আর সব কিছু মসৃণভাবে হচ্ছিল। আর এই সব কিছু মাত্র কয়েকদিনের প্রস্তুতির পরিণাম ছিল না,বরং দীর্ঘ সময় ধরে এর প্রস্তুতি চলছিল। তিনি বলেন,জামেয়াতে যেখানে আমার থাকার জায়গা ছিল, সেখানে কার্পেট পাতা ছিল। আমার তারই উপর শুয়েছিলাম আর এ বিষয়ে কোন ভেদাভেদ ছিল না। অতিথিদের প্রত্যেকের সাথে সমান আচরণ করা হচ্ছিল। এছাড়া আরও একটি প্রস্তাব দিতে চাই, হয়তো এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনায় আরও উন্নতি হতে পারে। সেটা এই যে, জলসাগাহে যদিও শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তবু গরমের দাপট আর ভেন্টিলেশনের অভাব অনুভূত হচ্ছিল। যার কারণে ঘুম চলে আসছিল। আমি মনে করছিলাম যে, কেবল আমারই ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু আমার ডানে–বামে অন্যদের দেখছিলাম, তাদেরও অনেক সময় তন্দ্রা চলে আসছিল। তাই সকলকে ফূর্তিবান রাখার জন্য বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

আর্জেন্টিনার মুবাল্লিগ সাহেব লেখেন, মারিয়ান প্লাযা সাহেব যুক্তরাজ্যে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত। জলসায় তিনি প্রথম বার অংশগ্রণ করছেন। তিনি জলসার পরিবেশ ও অনুষ্ঠানসমূহ দেখে এতটাই প্রভাবিত হয়েছেন যে, জলসার পর তিনি আর্জেন্টিনার দূতাবাসে যথারীতি একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন, যেখানে তিনি লাতিন আমেরিকা থেকে জলসা সালানায় অংশগ্রহণকারী অ–আহমদী অতিথিদের আমন্ত্রিত করেন। এই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে আর্জেন্টিার রাষ্ট্রদূত বলেন, তিনি বিশেষ করে সরকারি অ–আহমদী অতিথিদের ধন্যবাদ জানাতে চান যারা আহমদীয়া জামাতের জলসায় অংশগ্রণ করেছেন এবং এইরূপে জামাতের বার্তা প্রচারে নিজেদের ভূমিকা রেখেছেন। সাধারণত ধর্মীয় সংগঠনগুলি কুটনীতিক বা রাজনীতিকদেরকে বিশেষভাবে বহিরাগতদের অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রিত করে থাকে আর অনুষ্ঠানের বিশেষ অংশে আমন্ত্রিত করার তাদের বিদায় জানানো হয়। কিন্তু এর বিপরীতে এটা একেবারেই ভিন্নধর্মী এবং প্রশংসনীয় বিষয় যে, আপনাদের জামাত আমাদেরকে অর্থাৎ অআহমদী অতিথিদের সঙ্গে কোন অন্তরাল রাখে নি। এর থেকে এটাই বোঝা যায় যে, আপনাদের কোন গোপন এজেন্ডা নেই, বরং আপনাদের সমস্ত শিক্ষা স্পষ্ট ও প্রাকাশ্য। আর আপনারা যে শিক্ষামালা উপস্থাপন করেন তা আপনাদের অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস ও এজেন্ডার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ব্রাজিলের একটি পত্রিকার সম্পাদক জ্যাকলিন জলসায় অংশগ্রহণ করেন। ভদ্রমহিলা বলেন, এই মহান জলসা সকল দিক থেকে আমাকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে এর পরিকাঠামো এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বিপুল সংখ্যক অতিথির নিজেদের মাঝে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রতি সহকারে সহাবস্থান, সমস্ত ব্যবস্থাপনা , যারা জলসার সাবির্ক সফলতা সুনিশ্চিত করেছে। শান্তি, ঐক্য ও ভালবাসার পরিবেশ দেখে আমি ভীষণ আনন্দিত আর জামাতের ইমাতের প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাগুলো আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং আমার মস্তিষ্ককে আলোকিত করেছে। যুগ খলীফার কথায় কেবল বাহ্যিক শব্দই ছিল না, বরং সেগুলি হৃদয়ের গভীর থেকে উত্থিত নিষ্ঠাপূর্ণ কথা বলে মনে হচ্ছিল। জলসার সময় ভালোবাসা ও সম্মান প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করেছি। স্বেচ্ছাসেবীরা যে ধরণের আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছে তা নিশ্চিতভাবে হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ও প্রশংসারযোগ্য।

ব্রাজিলের আরেকজন রিপোর্টার বলেন, এটি এক অসাধারণ জলসা ছিল। আমার হৃদয়ে জামা'তে আহমদীয়ার জন্য যে সম্মান এবং হিতৈষার প্রেরণা ছিল তা জলসার পর আরও প্রেরণা অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বেচ্ছাসেবীদের নিঃস্বার্থ সেবা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে, কিভাবে তারা নিজেদের সময়, নিজেদের গাড়ি এবং সেবাকে অতিথদের জন্য উৎসর্গ করে দেয়। এটা খুব সুন্দর বিষয়।

ইতালির ফ্লোরেন্স ইউনিভার্সটি থেকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অধ্যাপক রবার্তো কাতালানো জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন,আমি এই অনুষ্ঠান দেখে অবাক হয়েছি। এই জলসা সালানা সারা বিশ্বের বিভিন্ন জাতির কয়েক হাজার প্রতিনিধিকে একত্রিত করে আহমদীয়া জামাতের উল্লেখযোগ্য ঐক্যকে প্রদর্শিত করে। জলসায় এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ অনুভব করা যেতে পারে আর ইমাম জামাতও যখন কিছু বলেন তা শোনার জন্য শ্রোতাদের পূর্ণ নীরবতা ও মনোযোগ দেখে বিস্মিত হতে হয়। এক গভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরী হয়ে যেত। স্বেচ্ছাসেবীদের একাগ্রতাও ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে, কেননা হাজার হাজার অনেক পরিশ্রমের কাজ করেছে, যাদের মধ্যে শিশুরাও ছিল। তিনি বলেন,জলসার একটি বিশেষ স্মরণীয় মুহূর্তগুলির মধ্যে একটি হল আন্তর্জাতিক মুহূর্ত,যেখানে খলীফার হাতে বয়আত নেওয়া হয়েছে। এই পবিত্র ও চোখ ধাঁধানো অনুষ্ঠান চল্লিশ হাজার মানুষকে এক সূত্রে গেঁথে রাখে যা তাদের সমষ্টিগত বিশ্বাস ও পারস্পরিক সম্পর্কের এক শক্তিশালী প্রমাণ। তিনি বলেন, বিশেষ করে পাকিস্তানে জামাতের উপর অত্যাচার ও প্রতিকূলতা সম্পর্কে আমি আরও অনেক কিছু জানতে পেরেছি। এই সব নিপীড়ন ও নির্যাতন সত্ত্বেও আহমদীদের ঘৃণার বিপরীত আচরণ আমাকে প্রভাবিত করেছে যা আপনাদের দৃঢ় ঈমানের সাক্ষ্য বহন করছে।

রড্রিগজ আইল্যান্ড থেকে সেখানকার উইমেন এফেয়ার্স ও ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার–এর কমিশনার আগাথে মেরি সাহেবা জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, প্রথমবার এত বড় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি, যেখানে একশ' টিরও বেশি দেশের মানুষ উপস্থিতি ছিল আর বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার অংশগ্রহণকারীর এই জলসা আমার জন্য রড্রিগজ দ্বীপের মোট জনসংখ্যা এক স্থানে জমায়েত হওয়ার সমান ছিল। যে বিষয়টি আমার মনে বিগলন সৃষ্টি করেছে তা হল, জলসায় অংশগ্রহণকারীরা কতটা নিয়ম ও অনুশাসন মেনে বসে ছিল। সকলের মুখে হাসি ছিল, তারা একে অপরকে সালাম করছিল। এটা প্রশংনীয় বিষয়। লাজনাদের উদ্দেশ্যে

হুযুরের ভাষণও অনেক অর্থবহ ছিল, যা থেকে আমি জানতে পেরেছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মধ্যে মহিলাদের কতটা ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিশ্বাস, এই ভাষণ আমার নীতিতেও ইতিবাচক পরিবর্তন

আনবে। আমি জলসা সালানা থেকে অনেক কিছু শিখেছি যা নিশ্চিতভাবে আমার ও আমার আশপাশের মানুষদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। অতীতে আমি বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি, কিন্তু সব সময় মনের গভীরে বিশ্বাস করেছি যে, আমার জীবনে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু জলসা সেই অনুষ্ঠান ছিল যার কারণে আমার জীবনে যা কিছু ঘাটতি ছিল সেটাও পূর্ণ হয়েছে।

অনেকেই আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ঘাটতির কথা স্বীকার করেছেন আর আমরা এখানে উন্নততর অবস্থা পেয়েছি।

টেমো এন্ডারসন হোই সাহেবা তানজানিয়ার পক্ষ থেকে জেনেভায় জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োজিত। তিনি বলেন, আমি এখানে এসে ভালবাসা ও হাস্যোজ্জ্বল মুখগুলি পেয়েছি। এই দিনগুলিতে কোথাও ঘৃণা ও বিদ্বেষ দেখা যায় নি। মেয়েদের অধিবেশনের অনুষ্ঠানগুলি অত্যন্ত অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রভাব বিস্তারকারী ছিল। জলসায় আমি যে সব প্রদর্শনী দেখেছি সেগুলিও অনেক সুন্দর ছিল, যার মধ্যে জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্মানীয় ব্যক্তিদের সুন্দরভাবে পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এই সুপ্রতিষ্ঠিত জামাতের প্রতিষ্ঠাতা এবং মহানায়কদের ইতিহাসকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আহমদীয়া জামাত বহু মানুষের জীবনে সুস্পষ্ট পরিবর্তন সৃষ্টি নিয়ে এসেছে, যার মধ্যে আমার প্রিয় দেশ তানজানিয়ার নামও রয়েছে। এই জলসা মানবীয় সহানুভূতি ও ভালবাসার সাথে জীবন যাপন ও বিদ্বেষমুক্ত জীবনের মূল্য অনুধাবনের সুযোগ দিয়েছে।

সিরালিওন থেকে আগত এক অতিথি ইভান সেসে বলেন, জলসা সালানার তিন দিন শান্তি, আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং বিশ্বজনীন ঐক্যের দিন ছিল। জলসার ব্যবস্থাপনা অতি উৎকৃষ্ট মানের ছিল। জাতি ও বর্ণের কোন ভেদাভেদ ছিল না। সকলে একে অপরের সঙ্গে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে কাজ করছিল। শিশু থেকে যুবক প্রত্যেকেই নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করছিল। আমি এই দৃশ্য দেখে ভীষণ অবাক হয়েছি। বক্তাগণ অত্যন্ত গভীর ও প্রভাবশালী বার্তা দিয়েছেন, যা প্রত্যেকের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। আমাকে বিশেষ করে শান্তি, ঐক্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার শিক্ষা অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে। বিপুল সক্রিয়তা এবং প্রদর্শনীও ছিল যেগুলি জলসাকে জাঁকজমকপূর্ণ করে তুলেছে। শিক্ষামূলক প্রদর্শনী খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে যা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট উপস্থাপন করছিল। ভিন্ন প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতা করার অসংখ্য সুযোগ পেয়েছি, যার মাধ্যমে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা বিকশিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত সেই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি ছিল যাতে জামাতের ইমাম মানবতার প্রতি সহানুভূতি এবং সেবার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেছেন। সমাজ মাধ্যম বা ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্কস-এর মাঝে সন্তানদের জন্য পিতামাতার ভূমিকা এবং তত্ত্বাবধান না করার পরিস্থিতিতে শিশু ও কিশোরদের উপর হওয়া নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ পিতামাতা হিসেবে আমাদের জন্যও এক আলোকবর্তিকা ছিল। তিনি বলেন, জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা, বক্তব্যসমূহ এবং জামাতের সদস্যদের সেবাদান আমার প্রত্যাশার চাইতে অনেক বেশি ছিল।

কাযাকিস্তান থেকে গুল সায়েরাঁ মেনেগালী সাহেবা এসেছিলেন। তিনি বলেন, প্রথমবার এতবড় ধর্মীয় জলসায় অংশগ্রহণ করছি। সাবেক রাজনীতিক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা আছে যে, এত বিশাল আয়োজনের জন্য কত খরচ হতে পারে আর এমন উচ্চমানের ব্যবস্থা কিরূপ পরিকল্পনা এবং কত মানুষের নিরলস পরিশ্রম ব্যয় হতে পারে। এ বিষয়টি আমাকে প্রভাবিত করেছে যে, সমস্ত কর্মী প্রতিটি বিভাগে অত্যন্ত উদ্দীপনা ও আনন্দসহকারে কাজ করছিল। প্রত্যেক কর্মী নিরলসভাবে পরিশ্রম করা সত্ত্বেও অতিথিদের সঙ্গে ভালবাসা ও সম্মানের আচরণ করছিল। কিন্তু যে বিষয়টি আমাকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে সেটা হল যুগ খলীফার ভাষণসমূহ। তাঁর ভাষণসমূহে বাহ্যত দৈনন্দিন জীবনে কাজে আসা নৈতিকতার শিক্ষা ছিল,কিন্তু সেগুলির এক সুবিশাল ও সুগভীর তত্বজ্ঞান নিহিত ছিল।

যে বিষয়টি আমার সব থেকে বেশি পছন্দ হয়েছে, সেটি হল তিনি শিশুদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সমাজ মাধ্যমের কুপ্রভাবের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়টি সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি আর এখন আমি এটিকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করব। আমি আমার নাতি-নাতনীদের সঙ্গে কথা বলে বোঝাবো যে, জীবনে সফলতা অর্জনের চেষ্টায় কখনও নিজের নৈতিকতা বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়।

এখানে এসে তিনি এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি বলেন, এবার তো আমি অতিথি হিসেবে এসেছিলাম, কিন্তু আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, অচিরেই এই জামাতের অন্তভুক্ত হব। কেননা, আমি এই জলসায় যা কিছু শুনেছি তা আমার তা আমার পছন্দ হয়েছে।

বেলিজ থেকে আসা অতিথি কাশ সাঁকোফো সাহেব বলেন, কেউ কিভাবে অস্বীকার করতে পারে যে, আহমদীয়াত প্রকৃত ইসলাম নয়? আমার যাবতীয় সংশয় ও প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গিয়েছি, যখন আমি এদেরকে দেখি যে, জামাত আহমদীয়ায় হযরত মহম্মদ (সা.)কে কতটা ভালবাসা দেওয়া হয়। আহমদীয়াত এক সুবিশাল ও সুদৃঢ় বৃক্ষ যার বহু ফলযুক্ত শাখাপ্রশাখা রয়েছে।

স্পেন থেকে আসা এক অতিথি আমালিয়া কুরতুবা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। তিনি লেখেন, মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে আমি আপনাদের অভিজ্ঞতাসমূহ জানার বিষয়ে অনেক আগ্রহী ছিলাম। আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি আর মুহূর্তগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছি আর মস্তিষ্কে গেঁথে নিয়েছি যা আমার স্মৃতির অংশে পরিণত হবে আর যেগুলিকে আমি ভালবাসার সঙ্গে স্মরণ রাখব। এই জলসার প্রকৃতি,এর ব্যপকতা এবং প্রতিটি কোণেযে শান্তি ও সৌহার্দ্য অনুভূত হয় তা আমাকে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে।

কোসোভো ইউর্নিভার্সিটির পদার্থবিজ্ঞানের এক অধ্যাপক আর্বার যেকিরাল বলেন, আমি প্রথমবার ব্রিটেনের জলসায় অংশগ্রহণ করেছি আর যুগ খলীফার জুমআর খুতবা শোনার পর আমি এটা দেখতে এসেছি যে, সমগ্র পরিবেশ হঠাৎ করে সুন্দর হয়ে উঠেছে। কর্মী ও অতিথিদের মাঝে বাহ্যিকভাবে একে অপরের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতির প্রেরণা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। চারিদিকে হাসিমুখে আসসালামো আলাইকুম ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। এমন পরিবেশকে জান্নাতের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যদি এত বড় সমাবেশে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়,তবে সারা বিশ্বে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়।কিন্তু কেবল আহমদীয়া জামাতই এই কাজ করতে পারে।যে বিষয়টি আমাকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে সেটি হল এই যে, যদি কোন কর্মী নিরুপায় হয়ে না-ও বলেছে, তবে তৎক্ষণাৎ তার সমাধান বলে দিত, যাতে অতিথির সবদিক থেকে সেবা করা যায়।বয়আত গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখে আমি যারপরনায় অবাক হয়েছি যে, কিভাবে বিভিন্ন জাতির মানুষ এক হাতে একত্রিত হয়, যেন এক সূত্রে গ্রোথিত মুক্তোমালা।

উরুগুয়ে থেকে আসা এক অ-আহমদী অতিথি ও সাংবাদিক এসেছিলেন। তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে আমার অনেক প্রত্যাশা ও অনেক পক্ষপাতিত্ব ছিল। উরুগুয়েতে আমার প্রজেক্টের জন্য ইসলামকে কাছে থেকে জানা এবং বিশেষকরে সেই সব কাজ সম্পর্কে জানা জরুরী ছিল যা আপনাদের কমিউনিটি করছে। প্রথম দিনের বক্তব্যে খলীফা যেখানে আতিথেয়তার বিষয়ে আলোচনা করেছেন, সেটা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। একজন অতিথি হিসেবে আমি মনে করি যে, আমরা অতিথিরা হয়তো কোন আন্তঃধর্মীয় বার্তার প্রত্যাশা করছিলাম। কিন্তু এই বার্তা সম্প্রদায় বিশেষকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া হয়েছিল। আমি খোদার মহত্ব এবং অনবরত প্রশংসার পরিবেশে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। আমি আহমদীয়া মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিষয়ে অনেক কিছু শিখেছি আর এর দ্বারা আমার অনেক পক্ষপাতিত্ব দূর হয়েছে। আমি মহিলাদের দিকে কিছু রেকর্ড অনুমতি পাই নি। আমি মনে করে এতে কোন বিপদ বা অসুবিধে নেই।' যদি তিনি ছবি তোলার অনুমতির কথা বলছেন, অনুমতি না দিয়ে ভালই করেছেন। এছাড়া তো বাকি কিছু রেকর্ড করতে পারতেন। তিনি যেটা চান, সেই রেকর্ডিং পরেও নিতে পারেন। যাইহোক সেখান থেকে যে মুরুব্বী এসেছেন, তিনি তাকে বোঝাতে পারতেন। এরপর তিনি বলেন, ' কোন অসুবিধে হত না যদি অনুমতি দেওয়া হত। আমরা নিজেদের দেশে প্রচারের জন্য আরও ভাল অনুষ্ঠান তৈরী করতে পারতাম। জলসা সালানায় অংশগ্রহণ আমার আধ্যাত্মিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। আমার জন্য সব থেকে স্মরণীয় মুহূর্তটি হল পুরুষদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করার সময় কাঁদতে দেখা। আমার মনে হয়, সাংবাদিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকে এভাবে উন্নত করা যেতে পারে যার ফলে ইউনিটের আরও ভাল কভারেজ হতে পারে। আমার পরামর্শ এই যে, কমিউনিটি কাজকর্ম করার পদ্ধতিকে পৃথিবীর সামনে আরও বেশি করে তুলে ধরা।

পোল্যান্ড থেকে এক অতিথি ইনা পেতরুস্কা সাাহেবা জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি কাস্টোমার সাপোর্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। তিনি বলেন, আমি খোদায় বিশ্বাসী। কিন্তু নিজেকে কোন ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে করি না। জনৈক আহমদীর মাধ্যমে জামাতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, যিনি আমারই এক সহকর্মী ছিলেন। আমি অনুভব করেছি যে, তিনি নিজের জামাত সম্পর্কে অনেক গর্বিত আর জামাত সম্পর্কে অন্যদেরও বলতে থাকেন। আমি জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য ও একটি ওয়েবসাইট লিংক পাই। কিছু দিন অধ্যায়নের পর আমি যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিই। জলসার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আমি নিজের পোশাক ও স্কার্ফও কিনে ফেলি। জলসার উদ্দেশ্যে আমি রওনা হওয়ার পর

আমার আবেগ অনুভূতিগুলি কেমন মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কিছুটা আমি ভীতও ছিলাম। এরপর বলেন, জলসার প্রথম দিন জলসাগাহে কোন পথ দিয়ে যেতে হবে তা আমার জানা ছিল না। এরই মাঝে একটি মেয়ে আমাকে অযাচিতভাবে সাহায্যের প্রস্তাব দেয়,যা আমাকে অবাক করে দেয়। জলসাগাহে পোঁছেই আমি নিজেকে নিরাপদ অনুভব করতে শুরু করি। যদিও সেখানে বহু সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমি নিজেকে বিজন হিসেবে অনুভব করি নি। জলসার সময় বিভিন্ন ভাষণ, বিশেষ করে জামারে ইমামের ভাষণ আহমদীয়া জামাতের সঙ্গে আমার সম্পর্কে সুদৃঢ় করেছে। আমার জন্য সব থেকে স্মরণীয় ভাষণ ছিল সেটি যেখানে জামাতের ইমাম দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, কিভাবে শিশুদের তরবীয়ত করতে হবে। ভাষণের মাঝে আমি নিজের সন্তানদের সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকি যে, জামাতের ইমাম ভাষণের মধ্যে যে সকল মূল্যবোধের উল্লেখ করা হয়েছে, আমি সেগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত এবং প্রত্যেকটি নির্দেশকে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি।

কোসোভো ইউনিভার্সিটি প্রিস্টিনার অধ্যাপক নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করছি। আমি সর্বত্র ভালবাসা-ই দেখেছি। এই জলসা আমার মতে অত্যন্ত সফল হয়েছে,বিশেষ করে এর প্রদর্শনীগুলি। আমি কোসোভো থেকে এসেছি আর সারা বিশ্বে জামাতের যে বিরোধিতা হচ্ছে, সেকথা শুনে অনেক কষ্ট পেয়েছি। জামাতের ইমামের সমাপনী ভাষণ ইসলাম আহমদীয়াতের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে। আমার সকল প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গিয়েছি। আমি কোসোভা গিয়ে অবশ্যই সেই সব মানুষকে উত্তর দিব যারা জামাতের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলে।

হল্যান্ড থেকে চুরক ভ্যান নামে এক অতিথি এসেছিলেন। তিনি বলেন আহমদীয়া কমিউনিটির আতিথেয়তা এবং হাজার হাজার সদস্যের স্বেচ্ছাশ্রমের প্রচেষ্টা আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। সকলের জন্য সম্মান,ভালবাসা ও শান্তির পরিবেশ ছিল। জামাতের ইমামের সঙ্গে আমার সাক্ষাতও হয়েছে। খুব সুখকর এক অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং ইসলাম সম্পর্কে আহমদী ও অমুসলিম উভয়ের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সময়ও বের করেন। এর থেকে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। এই বিষয়গুলি আমার মনে স্থান করে নিয়েছে আর কোন বিরক্তি ছাড়াই তিনি আশ্বস্ত হয়ে আমাদের কথা শুনেছেন এবং উত্তর দিয়েছেন।

এগুলিই ছিল কয়েকজন অতিথির অভিমত যা আমি বর্ণনা করলাম। জলসা সালানার কল্যাণে যে সকল বয়আতের রিপোর্ট হয়, সেগুলি নিম্নরূপ। জলসার অনুষ্ঠান দেখে গিনি বাসাউ এর একটি গ্রামের প্রধান পঞ্চাশজন সদস্য সহ বয়আত করেছেন। তানজানিয়ার একটি গ্রামের মসজিদের ইমাম বয়আত করেছেন। নাইজারে একটি মাদ্রাসার শিক্ষিকা বয়আত করেছেন। কঙ্গো ব্রাজাভিলে জলসার সময় ১২ জন সদস্য বয়আত করেছেন। গিনি বাসাউ এর মুবাল্লিগ লেখেন- গিনি বাসাউ এ সারে কুচা নামে একটি গ্রমের প্রধান জামাতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। জলসা সালানার সময় তিনি জলসার অনুষ্ঠান এবং আমার ভাষণগুলি শোনেন। তাঁকে জলসা শোনার জন্য আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। ভাষণ শোনার পর তিনি বলেন, আপনাদের খলীফা এবং আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা সত্যিকার রসুল প্রেমি আর আমাদের সব সময় একথাই বলা হয়েছে যে, আহমদীয়া জামাত নবী করীম (সা.)কে নবী হিসেবে মানে না আর তারা নিজেদের পৃথক নবী বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু আপনাদের ইমামের ভাষণ শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনাদের জামাতই নবী করীম (সা.)এর প্রকৃত সত্যবাদী জামাত আর তিনি তখনই ৮৫জন সদস্যসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করার ঘোষণা করেন। যে ব্যক্তি বিরোধী ছিল, সে জলসা শুনে জামাতের অন্তর্ভুক্ত হল। আল্লাহ্ করুন, পাকিস্তানী মৌলবীদেরও বিবেক বুদ্ধি হোক। তানজানিয়ায় আবু জা নামে একটি গ্রামের মসজিদের ইমাম বর্ণনা করেন,আমি এম.টি.এ তে জলসা সালানার দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হই। এই দৃশ্য আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। বয়আতের সময়টি অত্যন্ত আবেগপূর্ণ মুহূর্ত ছিল। আর আমি আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে, সকলেই ইমামের কথার পুনরাবৃত্তি করছিল আর দোয়া করছিল। এই দৃশ্য আমাকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে ফেলে আর আমার উপর গভীর প্রভাব ফেলে। ইনশাআল্লাহ্ আজীবন এই জামাতের অংশ হয়ে থাকব। আমি এক সুন্নী মসজিদের ইমাম ছিলাম। কিন্তু এখন আমি অন্তর থেকে আহমদী আর সম্পূর্ণভাবে বদলে গিয়েছি।

যুক্তরাজ্যের তবলীগ বিভাগের রিপোর্ট অনুসারে জলসার সময় যুক্তরাজ্যের বাইশ জন সদস্য বয়আত করার তৌফিক পেয়েছে, যাদের মধ্যে দুইজন ব্রিটিশ, দুইজন নাইজেরিয়ান এবং এগারোজন পাকিস্তানী ও একজন রোমানিয়ান, পাঁচজন আরবিয়ান এবং একজন বাঙালী। জলসার সময় প্রায় এক হাজার অ-আহমদী অতিথি অংশগ্রহণ করেছে। জলসার সময় বিভিন্ন তবলীগি অধিবেশনের আয়োজন করা হয়, যেমন প্রশ্নোত্তর সভা। এই সভায় লোকে নিজের নিজের অভিমতও ব্যক্ত করেন। এম.টি.এ আফ্রিকার অধীনে চৌদ্দশর বেশি ন্যাশনাল টিভি চ্যানেল আমার ভাষণসমূহ সম্প্রচার করেছে। আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানও সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে, যা কয়েক মিলিয়ন মানুষ দেখেছে। আফ্রিকার যে নতুন চ্যানেলগুলি অংশগ্রহণ করেছে সেগুলির মধ্যে মালাবি-র ন্যাশনাল টিভি চ্যানেল, বেনিনের কিনাল পিস টিভি চ্যানেল,গাম্বিয়া, ঘানা, ইউগান্ডা,লাইবেরিয়া এবং সিরালিওনের সরাকারী চ্যানেল উল্লেখযোগ্য। প্রায় তিন কোটির বেশি মানুষ এই চ্যানেলগুলি দেখেন। চৌদ্দটি বিভিন্ন টেলিভিশনের সাংবাদিক জলসায় অংশগ্রহণ করেছিল যাতে সাতান্নটি প্রতিবেদন সম্প্রচারিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনগুলি সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ পর্যন্ত পৌছয়। সেনেগালে জলসা শোনার জন্য মিশন হাউসে ব্যবস্থা করা হয়েছে। একজন ইমাম যিনি কলেজে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ-র লেকচারার, তিনি জলসা শেষ হওয়ার পর বলেন, আমি আজ নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি, কেননা আজ আমি ইমাম মাহদীর খলীফাকে সরাসরি দেখার ও তাঁর ভাষণ শোনার সুযোগ পেয়েছি। এর পূর্বে আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে অনেক সংশয় ছিল। যেমন, নাউযুবিল্লাহ,তারা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অবমাননা করে। কিন্তু আজ খলীফাতুল মসীহ-র ভাষণ শুনে এ বিষয়ে আমার সকল সংশয় দূর হয়েছে। আজকের ভাষণ শোনার পর আমি প্রকাশ্যে বলতে পারি যে, আহমদীয়া জামাত নবী করীম (সা.) এর অবমাননাকারী নয়। বরং তাঁর আঁ হযরত (সা.) এর প্রতি নিষ্ঠা ও ভালবাসা রাখে আর সমগ্র পৃথিবীকে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ করার শিক্ষা দেয়।

অনলাইন কভারেজ দেওয়ার বিষয়ে প্রতিবেদন অনুসারে গত বছর এর সংখ্যা ছিল একচল্লিশটি, এ বছর এই সংখ্যা উনপঞ্চাশটি ওয়েবসাইট হয়েছে যেগুলির পাঠক সংখ্যা দেড় কোটি। প্রিন্ট কভারেজ নিবন্ধের সংখ্যা চৌদ্দটি। এই পত্রিকাগুলির পাঠকসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে উনিশটি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, যার দর্শক সংখ্যা এককোটি। আর বিভিন্ন রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে মোট চৌব্বিশটি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, যাদের শ্রোতাসংখ্যা এক কোটি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আনুমানিক চার কোটি ষাট লক্ষের বেশি মানুষ জলসা সালানার সংবাদ দেখেছে এবং শুনেছে। আগামী কয়েকদিনে আরও কভারেজের আশা করা হচ্ছে আর অনেক বড় রেডিও চ্যানেল- যেমন-এলবিসি, বিবিসি এবং রেডিও সোলেন্ট, বিবিসি সাউথ টোডে এবং ডেইলি এক্সপ্রেস প্রমুখ মানুষের কাছে সংবাদ প্রচার করেছে। অনুরূপভাবে প্রদর্শনী থেকেও অনেকে প্রভাবিত হয়েছে।যেমনটি আমি বলেছি যে, মাখযানে তাসাভীর-প্রদর্শনী, ইতিহাস দেখে এবং অন্যান্য প্রদর্শনী দেখে লোকে অনেক বেশি প্রভাবিত হয়েছে। এই সব প্রদর্শনীগুলিও তবলীগের কাজ করেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যেখানে জলসা নিজেদের জন্য তরবীয়ত এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির কারণ হয়েছে, অপরদিকে তা অআহমদী ও অমুসলিমদেরকেও ইসলামের শিক্ষা অনুধাবন করার এবং তাদেরকে খোদার নিকট টেনে আনার কারণ হয়েছে। তাই যেখানে আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার আগে আরও বেশি বিনত হওয়া উচিত, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তেমনি এই অঙ্গীকারের উপরও প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত যে, আমরা সব সময় আল্লাহ্ তা'লার বাণী, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর প্রচারের জন্য আগের চায়তে আরও বেশি উদ্যম নিয়ে চেষ্টা করতে থাকব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

****

১২৯ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৪ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

সম্মান জানানো হয়। এরা একটি প্রথা বা রীতি বানিয়ে রেখেছে।

হুযুর বলেন, হজ্জের সময় আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হওয়া একটি বিরাট মর্যাদার বিষয়। সেই সময় মানুষ খোদার পথে নিজের সব কিছু ভুলে যায় এবং সব কিছু থেকে ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে খোদার দরবারে উপস্থিত হয়। হজ্জ করার সময়ে টুপিও খুলে দিয়ে, মাথা কামিয়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে উপস্থিত হওয়ার এমন এক আধ্যাত্মিক অবস্থা বিরাজ করে যা উপস্থিত ব্যক্তির ঐশী প্রেমের পরম পর্যায় হয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা যে টুপি পরি তা হল শিষ্টাচার এবং অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

অন্যান্য অনেক আরব মুসলিম জাতি রয়েছে যারা টুপি ছাড়াই নামায পড়ে। যদি তোমরাও কখনো টুপি না পাও তবে টুপি ছাড়া নামায পড়তে পার, কিন্তু টুপি পরে নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে যে, হুযুর যখন জানতে পারলেন যে, তিনি খলীফা হবেন, তখন তিনি কিরকম অনুভব করছিলেন।

হুযুর বলেন: আমি কয়েকবার আপনাদেরকে বলেছি যে, এম.টি.এ তে এ বিষয়ে দেখানো হয়ে থাকে। ভিডিও দেখে নিও। অনেক কঠিন এবং অনেক বড় দায়িত্ব এটি। এই কারণে অনেক বড় বোঝা অনুভূত হয়।

এক তিফল প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ার বিভিন্ন দেশে সফর করেন। হুযুরের কি কোন ছুটির দিন থাকে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: কোন ছুটি থাকে না। সপ্তাহের সাতটি দিনই কাজ করি। কাজের ফাঁকে যে টুকু সময় মাঝে মধ্যে পেয়ে যাই, সেটুকুই ছুটি। চার-পাঁচ মাস পরে কয়েক ঘন্টার বা দুই-একদিনের অবসর পেয়ে যাই। আপনারা সপ্তাহান্তে ছুটি যাপন করেন, কিন্তু আমি করি না।

এক তিফল প্রশ্ন করে যে, মুসলমানরা হজ্জে কেন যায়?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভ রয়েছে। কলেমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ। এই পাঁচটি মৌলিক জিনিস রয়েছে। হজ্জও একটি ইবাদত। কিন্তু এটি সকলের জন্য আবশ্যক নয়। এটি কেবল তাদের জন্য আবশ্যক যাদের কাছে যাত্রার খরচ, পথের নিরাপত্তা ও শান্তি রয়েছে এবং হজ্জের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। জীবনে একবার হজ্জ করা হলেই তা যথেষ্ট।

হুযুর বলেন: খানা কাবা হল আল্লাহ্ নির্মিত প্রথম গৃহ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি আমার প্রথম ঘর। খুব সম্ভব আকাশ থেকে কোন উল্কা পিণ্ড সেখানে পড়েছিল। বিভিন্ন গ্রহ থেকে প্রস্তর খণ্ড ভেঙ্গে এক স্থানে একত্রিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে এই নির্মাণের সূচনা হয়েছিল। পরে এটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং ইসমাঈল (আ.) এটির প্রথম ভিত্তির উপর পুণঃনির্মাণ করেন। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর যুগে পুনরায় ভুপতিত হয়। তাঁর যুগে পুনরায় পূর্বের ভিতের উপর নির্মাণ করা হয়। 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর স্থাপনের জন্য বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল। মহানবী (সা.) সেই সময় চাদর পেতে দিয়ে তাতে কালো পাথরটি রেখে দিয়ে সর্দারদেরকে চাদরের চার প্রান্তকে ধরতে বললেন। মহানবী (সা.) কালো পাথরটিকে নিয়ে যথাস্থানে রেখে স্থাপন করে দেন। এইভাবে মহানবী (সা.)-এর যুগে যখন খানা কাবার নির্মাণ হয় তখন তার মূল কাজটি আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমেই সম্পন্ন করেন।

হুযুর বলেন: অতএব হজ্জ হল একটি ইবাদত, যেমন অন্যান্য ইবাদত রয়েছে। কিন্তু সেইভাবে সকলের জন্য আবশ্যক নয় যেভাবে নামায প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হজ্জের ইবাদতে বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে, যার মধ্যে একটি হল তোয়াফ করা। হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীকে স্মরণ করা, আল্লাহ্‌র কাছে একথা ব্যক্ত করা যে, আমরা কিছুই নয়, আর 'লাব্বায়েক লাব্বায়েক ধ্বনি উত্থিত করা-এগুলি সবই ইবাদত যা করা হয়ে থাকে। এটি আবশ্যক ইবাদত নয়, বরং শর্তসাপেক্ষ। যদি তোমার কাছে অর্থ থাকে, শরীর সুস্থ থাকে, পথে কোন বিপদ ও বাধা-বিপত্তি না থাকে, যেমন আহমদীদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে যেতে বাধা দেওয়া হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আহমদীরা হজ্জের জন্য যায়। যদি সমস্ত কিছু অনুকূলে থাকে আর শর্ত পূর্ণ হয় আর কোন বাধা-বিপত্তি না থাকে তবে তোমার হজ্জে যাওয়া উচিত।

এক তিফল প্রশ্ন করে যে, হুযুরের পছন্দের নযম কোনটি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, সব নযমই ভাল, প্রত্যেকটি নযমেই কোন কোন উচ্চাঙ্গের পঙক্তি থাকে যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে থাকে।

এক তিফল প্রশ্ন করে যে, রোযা রাখার বয়স কত হওয়া বাঞ্ছনীয়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা যারা এখানে বসে আছেন তাদের মধ্যে কারোর বয়সই রোযা রাখার মত নয়। কিন্তু অভ্যাসের জন্য দুই-একটি রোযা খুশি মত রাখ। যদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে, বলিষ্ঠ দেহ থাকে তবে অভ্যাসের জন্য এর বেশি রোযাও রাখতে পারে, কিন্তু যারা শীর্ণকায় তারা যেন না রাখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ছাত্রদের উপর পড়ালেখার চাপও থাকে। সেই সময় হয়তো পরীক্ষাও হয়, এই জন্য তোমাদের মধ্যে কেউই রোযা রাখার বয়সে পোঁছায় নি। কিন্তু যখন তোমরা সতেরো কিম্বা আঠারো বছর বয়সের যুবকে পরিণত হও, সেই সময় রোযা রাখা উচিত। কিন্তু এর পূর্বে রোযা রাখার অভ্যেস গড়ে তোলা উচিত।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এক স্থানে লিখেছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাকে প্রথম রোযা সেই সময় রাখতে দিয়েছিলেন, যখন আমার বয়স এগারো কিম্বা বারো ছিল। এর পূর্বে রোযা রাখার অনুমতি দেন নি। এরপর পনোরো, ষোল এবং সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত মাঝে মধ্যে কয়েকটি করে রোযা রাখতাম আর আঠারো বছরে পুরো রোযা রাখা আরম্ভ করি।

হুযুর বলেন: যারা চার-পাঁচ বছর বয়সের বাচ্চাদের রোযা রাখতে বাধ্য করে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে তা কোনভাবেই সঠিক নয়। একবার পাকিস্তানের সংবাদ পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে, পাঁচ-ছয় বছরের বাচ্চাকে রোযা রাখতে বাধ্য করা হয়েছে। বাচ্চা পিপাসার্ত হয়ে পানির দিকে ছুটে গিয়েছিল। তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়। সন্ধ্যায় রোযা খোলার সময় তার বন্ধুদেরকে নিমন্ত্রন জানানো হয় যে, আমাদের বাড়িতে আমাদের বাচ্চা প্রথম রোযা রেখেছে। দরজা খুলে দেখল বাচ্চা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। সে পিপাসার্ত অবস্থায় মারা যায়। এটি তো অত্যাচার। যখন সহ্য করার বয়স হয় তখন রোযা রাখা উচিত।

এক তিফল প্রশ্ন করে, আমরা নামায কেন পড়ি?

হুযুর উত্তর দেন, এইজন্য পড়ি যে, যাতে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং এত কিছু দান করেছেন। আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের প্রভু-প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করি।। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের লালন-পালন করেছেন, আমাদেরকে পিতা-মাতা দিয়েছেন, যারা আমাদের খেয়াল রাখেন এবং আমাদের পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছেন, আমাদের পানাহারের ব্যবস্থা করেছেন এবং আরও অনেক বিষয়াদি রয়েছে। কেউ দরিদ্র হলেও সে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট রয়েছে। ধনী হলেও সে আনন্দে রয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমরা নামায পড়ি। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি এর ফলে আরও পুরস্কারে ভুষিত করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য ইবাদত করা আবশ্যক করেছেন, এমনকি তিনি বলেছেন, তোমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হল যেন তোমরা আমার ইবাদত কর।

হুযুর আনোয়ার বলেন, জন্তুরাও তো পানাহার করে আর পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। অতএব এটি তোমাদের কাজ নয়, বরং তোমাদের কাজ হল নিজেদের বুদ্ধি প্রয়োগ কর এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হও। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আরও একটি পদ্ধতি হল, তার ইবাদত কর, বরং সব থেকে বড় উদ্দেশ্যই হল তাঁর ইবাদত কর যাতে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে আরও দানে ভুষিত করবেন।

এক তিফল প্রশ্ন করে, পানি বসে কেন পান করতে হয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: বসে পানি পান করা ভাল কথা, বসে পান করা সুন্নত, বসে ধীরে সুস্থে পানি পান করা উচিত। তাড়াহুড়ো করে কোন কাজ করা উচিত নয়। যদি কোন বাধ্যবাধকতা থাকে তবে দাঁড়িয়ে পান করা যেতে পারে। কোন পাপ হবে না। অনেক স্থানে গ্লাসের সঙ্গে শেকল বাঁধা থাকে, যে কারণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করতে হয়। গ্লাস না থাকলে নীচু হয়ে পানি খেতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে খেয়ে নাও। কিন্তু সন্তর্পনে এবং ধীরে ধীরে পানি পান কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে করতে পানি পান কর। বসে পান করাই শিষ্টাচার।

এক তিফল প্রশ্ন করে কায়েদা কেন পড়তে হয়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: কায়দা এই জন্য পড় যাতে তোমরা কুরআন করীম পড়া শিখতে পার। তোমরা স্কুলে গেলে সরাসরি তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হও না, প্রথমে নার্সারীতে যাও, তারপর প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাও তারপর তৃতীয় শ্রেণীতে যাও। অনুরূপভাবে কায়েদা পড়, তারপর কুরআন পড়, তারপর কুরআনের অনুবাদ পড় যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে কি বলেছেন। এরপর যা কিছু বলেছেন সেগুলি পালন কর। কুরআন শরীফ পড়ার জন্য কায়দা হল একটি প্রশিক্ষন স্বরূপ, যাতে কায়দা পড়া আয়ত্ব হলে তোমরা ভালভাবে কুরআন করীম পড়তে পার আর

ভালভাবে আল্লাহ্ তা'লার কথা বুঝতে পার।

এক তিফল প্রশ্ন করে, হুযুর যুবককালে কোন খেলা খেলতেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: ক্রিকেট এবং ব্যাডমিন্টন খেলে এসেছি। এই দুটি খেলায় খেলেছি।

এক তিফল প্রশ্ন করে, কেউ নামায পড়লে তার সামনে দিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই কেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যাতে নামাযীর মনোযোগে ব্যাঘাত না ঘটে আর এটি শিষ্টাচারও বটে। এই কারণে নির্দেশ রয়েছে অপেক্ষা কর কিম্বা দুই সিজদার স্থানের ব্যবধান রেখে পেরিয়ে যাও।

এক তিফল প্রশ্ন করে, কোন বয়সে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যায়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: তোমাদের পিতামাতা যখন অনুমতি দেন এবং তারা তোমাকে মোবাইল ফোন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অনেক সময় বারো তের বছরের ছেলেরা যখন সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে যায়, তাদেরকে মোবাইল দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তুমি আইফোন এবং স্মার্টফোন বা এই ধরণের অন্যান্য গ্যাজেট রাখ এবং সেগুলি তোমরা বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহারের জন্য রাখ তবে এর অপব্যবহার করতে পার। এই কারণে পিতামাতা তোমাদেরকে এর থেকে বিরত রাখে। যদি তোমরা কেবল যোগাযোগ রাখতে চাও তবে সাধারণ ফোন রাখতে পার। তোমরা তো কোন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নও। তোমরা ছাত্র। যদি সারাক্ষণ মোবাইল হাতে থাকে তবে তাতে বিভিন্ন এ্যাপস খুঁজে বেড়াবে। আর বাজে ধরণের কোন অ্যাপস পাওয়ার পর তোমাদের পড়াশোনা থেকে মনোযোগ হ্রাস পাবে। বলা হচ্ছে যে, যতদিন থেকে এই অ্যাপস যুক্ত ফোন এসেছে, দুর্ঘটনাও বেড়ে গেছে। মহিলা ও পুরুষ উভয়েই পথ চলতে চলতে পারপারের সময়, সর্বক্ষণ ফোন নিয়ে খোঁচাখুচি করছে। আর এদিক থেকে গাড়ি এসে ধাক্কা মারে, যারফলে তারা নিহত হয়। মোবাইল ফোনের কারণে দুর্ঘটনা অত্যাধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে আর লোক মারাও যাচ্ছে অনেক বেশি। কিন্তু তোমাদের এখন বয়স হয় নি এমন ফোন ব্যবহার করার। পড়াশোনার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে বাড়িতে কম্পিউটার রাখ। যোগাযোগের জন্য ফোনের প্রয়োজন হলে সাধারণ ফোন ব্যবহার কর, যাতে কোন অ্যাপ থাকে না। আর যদি তোমাদের পিতামাতার তোমাদের উপর ভরসা থাকে তবে রাখ। কিন্তু সতর্ক থেকো। বাজে ধরণের অ্যাপস সন্ধান করে বা ইন্টারনেট থেকে অন্যান্য প্রোগ্রাম বার করে দেখো না, বরং ভাল কিছু দেখ। যেমন এম.টি.এ, আলইসলাম-এর ওয়েবসাইট দেখা যায়। যদি ধর্ম শিখতে হয়, তবে রাখতে পার, কোন অসুবিধা নেই।

এক তিফল প্রশ্ন করে, ইসলামে কি মিউযিক বা সঙ্গীতের অনুমতি রয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি তোমরা মিউযিক বাজিয়ে নাচানাচি করতে চাও, তবে এর অনুমতি নেই। একটি সীমা পর্যন্ত ড্রাম বাজানোর অনুমতি রয়েছে। বিবাহের অনুষ্ঠানাদিতে মহানবী (সা.)-এর যুগেও 'দাফ' (ড্রাম) বাজানো হত এবং এর মাধ্যমে আনন্দ উদযাপন করা হত। মেয়েরা এই আনন্দ করত। তোমরা বিবাহ-অনুষ্ঠানে 'দাফ' বাজিয়ে আনন্দ উদযাপন করতে পার। কিন্তু মিউযিক বাজিয়ে পিয়ানো ক্লাবে গিয়ে শেখা এবং সেখানে গিয়ে বিভিন্ন ধরণের মিউযিকে সরঞ্জাম বাজানো এবং এর সঙ্গে নাচ-গান করা অনুচিত।

এক তিফল প্রশ্ন করে, হুযুর আনোয়ার সাদা রঙের শেরওয়ানী কেন পরেন না?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার মৃদু হেসে উত্তর দেন, তোমরা অনেক কিছু আমার পছন্দের পর না, তাই আমিও আমার পছন্দ মত পোশাক পরি।

এক তিফল প্রশ্ন করে যে, পানি তিন চুমুকে কেন পান করা উচিত?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: এর উদ্দেশ্য হল, তোমরা যেন ধীরে-সুস্থে পানি পান কর। এক নিঃশ্বাসে যখন তোমরা পানি পান কর তখন যে বাসনে পান কর তাতে শ্বাস গ্রহণ করা উচিত নয়। শ্বাস গ্রহণ করার ফলে নাকের জীবাণু পানিতে প্রবেশ করে। ..... প্রথমে এক-দুই চুমুক পান করে গলা ভিজিয়ে নেওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। পরে দ্বিতীয় চুমুক ও তৃতীয় চুমুক পান কর। পশুরাও তো পানি পান করে। মানুষ এবং পশুর মধ্যে পার্থক্য তো থাকা দরকার। অনেক সময় পশুরা এক নিঃশ্বাসে পান করতে থাকে এবং তার পর থেমে যায়। তাদের মধ্যেও বুদ্ধি আছে। তারা দুই তিন বারে পান করে। মানুষের তো বুদ্ধি আছে। থেমে থেমে পান করা স্বাস্থ্যের জন্যও ভাল। অনেক সময় প্রচণ্ড তেষ্টা পায় এবং গরমের কারণে গলা এতটা শুকিয়ে যায় যে সেই সময় মানুষ পানি পান করলে একেবারে না থেমেই পান করতে থাকে আর এতটা পান করে যে, পেট খারাপ হয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই জন্য ধীরে ধীরে পান করা এবং গলা ভেজানোই উত্তম। এটি শিষ্টাচারও বটে আর এর ফলে তোমাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে এবং অসুস্থ্য হওয়ার আশঙ্কাও থাকবে না। অতএব পানি খাওয়ার সময় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

এক তিফল প্রশ্ন করে, খুতবা তৈরী করতে হুযুরের কতটা সময় লাগে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: অনেক সময় দুই ঘন্টা লাগে আবার অনেক সময় পাঁচ-ছয় ঘন্টাও লেগে যায়। যদি উদ্ধৃতি বেশি থাকে তবে তা পড়তে দুই-তিন ঘন্টা লেগে যায়। এরপর আমি অফিস স্টাফদেরকে প্রিন্ট করে দেওয়ার জন্য দিই। যদি নিজে তৈরী করি তবে আরও তিন ঘন্টা লেগে যায়।

এক তিফল প্রশ্ন করে, নিদ্রা এবং মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: ঘুমের পর তোমরা পৃথিবীতে ফিরে আস। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাদের মধ্যে কতককে আমি ঘুমের অবস্থা থেকে ফিরিয়ে দিই। তাদেরকে জীবন দান করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিই। আর মৃত্যুর ফলে তোমরা পরকালে চলে যাও। এই জগতে আর ফিরে আস না, পরকালে চলে যাও।

এক তিফল প্রশ্ন করে, আমাদের যদি কেউ বলে যে, আমরা মুসলমান নই, তবে আমরা তাদেরকে কি উত্তর দিব?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: তাদেরকে মুসলমানের পরিভাষা জিজ্ঞাসা কর। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কলেমা তৈয়্যবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' পাঠ করে সে মুসলমান। যে আমাদের জবাইকৃত মাংস খায়, যে আমাদের খাদ্য গ্রহণ করে, আমাদের সঙ্গে ওঠাবসা করে তারাও মুসলমান। কালেমা তৈয়্যবা পাঠকারী মুসলমান। আমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ পাঠ করি। এই কারণে আমরা মুসলমান। তারা যদি বলে যে তোমরা মুসলমান নও, তবে তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর যে, মুসলমান কারা? আমাদেরকে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, ব্যক্তি কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করে সে মুসলমান। এটিই সাধারণ উত্তর। আমরা মুসলমান। আমরা কুরআন করীম পড়ি। আঁ হযরত (সা.) কে মান্য করি। আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের উপর বিশ্বাস রাখি। ইসলামকে শেষ ধর্ম হিসেবে বিশ্বাস করি। কুরআন করীমকে শেষ গ্রন্থ বলে মানি। মহানবী (সা.) কে শেষ নবী বলে মনে করি। কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করি। এই কারণে আমরা মুসলমান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কেউ আমাদেরকে কি মনে করল তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করব, এদের কাছে নয়। তাই তোমরা তাদেরকে বলবে যে, আমরা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করি, তোমরা যদি মনে না কর, করো না। তোমাদের বোঝানোর প্রয়োজন নেই। আমরা আল্লাহ্ কাছে জীবন দিব। মৃত্যুর পর কোন মানুষের কাছে তো আমরা ফিরে যাব না।

এক তিফল প্রশ্ন করে, আপনি এই আংটিটি কেন পরেছেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এই আংটিটির বিশেষত্ব হল এটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আংটি। এটি অত্যন্ত বরকতময় আংটি বলে পরে আছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে তাঁর পিতার মৃতুর পর ইলহাম হয় - ' আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আব্দাহু।' অর্থাৎ আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়। এই আংটিটির তৈরী হওয়া একশ পঁয়ত্রিশ বা ছত্রিশ বছর হয়ে গেছে।

এক তিফল প্রশ্ন করে যে, ইসলামে ৭৩ টি ফির্কা কেন রয়েছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এত সংখ্যক ফির্কা তো অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও রয়েছে। মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এত সংখ্যক ফির্কা মুসলমানদের মধ্যে তৈরী হবে। তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি থাকবে না। ৭৩তম ফির্কাটি সঠিক পথে থাকবে। আর সেই ফির্কটি সেই সময় তৈরী হবে যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আসবেন। এটি মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। বর্তমানে সুন্নীদের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি ফির্কা রয়েছে। শিয়াদের ৩৪-৩৫ টি ফির্কা রয়েছে। মূল ফির্কা দুটিই। এক শিয়া, দুই-সুন্নী। পরে এদের আরও অনেক ফির্কার জন্ম হয়েছে। অতএব আঁ হযরত (সা.)এর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে যে, শেষ যুগে এত সংখ্যক ফির্কা হবে। এর অর্থ ছিল এই যে, শেষ যুগে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও মতপার্থক্য দেখা দিবে। মানুষের মধ্যে ঐক্য থাকবে না। সেই সময় ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে।

এক তিফল প্রশ্ন করে: আহমদীরা হজ্জ কেন করতে পারে না?

হুযুর বলেন, আমি এখনই বলেছিলাম যে, আহমদীরা হজ্জে যায় এবং হজ্জ করে। হজ্জের জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। রাস্তার খরচ, যাত্রার সুযোগ সুবিধা, সুস্বাস্থ্য এবং পথের নিরাপত্তা। আর তোমাদেরকে হজ্জ করতে যেতে যেন কেউ বাধাও না দেয়। হজ্জ যাত্রীদের জন্য এই শর্তগুলি অনিবার্য। বর্তমানে আহমদীদেরকে বাহ্যিকভাবে হজ্জ করতে বাধা দেওয়া হয়। এই কারণে আহমদীরা প্রকাশ্যে এবং আহমদী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে হজ্জে যেতে

২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৪

মসজিদ বায়তুস সালাম -এর গোড়াপত্তন উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ সম্পর্কে অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

* এক ভদ্রলোক জানান, হুযুর আনোয়ারের সত্তা অত্যন্ত ইতিবাচক বলে আমার মনে হয়েছে, তাঁর ব্যক্তিতে আমি প্রভাবিত হয়েছি। তিনি একজন শান্তি প্রিয় ব্যক্তি আর তাঁকে দেখে মনে হয় সকলের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যারা ইসলামকে ঘৃণা করে, তাদের এমন নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ আচরণ করা উচিত নয়, কারো সম্পর্কে না জেনে ভ্রান্ত ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা অন্যায়।

এক ব্যক্তি বলেন, আমি হুযুর আনোয়ারের ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়েছি।তাঁকে দেখে ইতিবাচক বলে মনে হয়। আর আমি এটাও জানিয়ে দিতে চাই যে, ইসলাম নিয়ে আমার কোনও সমস্যা ছিল না। আপনাদের আদর্শবাণী 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে-' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণী।

স্থানীয় হাসপাতালের প্রধান কার্যনির্বাহক নিজের অভিমত জানিয়ে বলেন, হুযুর আনোয়ারের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত ইতিবাচক বলে মনে হচ্ছে। তিনি মানুষের সঙ্গে ভীষণ নৈকট্য রাখেন বলে মনে হচ্ছে। তাঁর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত ইসলামী শিক্ষা সেই ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত যা গণমাধ্যমে দেখানো হয়। হুযুরের ভাষণের দুটি বিষয় আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। প্রথমত, এখানকার বাসিন্দা সমস্ত মুসলমান ও খৃষ্টানরা জার্মান বংশোদ্ভুত, তাদের কারো মধ্যে কোন তারতম্য নেই। দ্বিতীয়ত যতক্ষণ প্রথম অংশ অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না, ততক্ষণ দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সঙেগ সম্পর্ক এবং তাঁর ইবাদত কোন উপকারে আসবে না।

জোসেফ মুহস নামে এক অতিথি বলেন, হুযুর আনোয়ারের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সম্ভ্রমপূর্ণ। আপনারা নিজেদের খলীফাকে অনেক সম্মান দেন, এটাকে আমাকে ভীষণ ভাল লাগে। হুযুরের যে কথাটি আমার পছন্দ হয়েছে তা হল 'এই জায়গাটি তো অবশ্যই সুন্দর, কিন্তু আপনারা নিজেরাও সুন্দর মানুষ হয়ে এই এলাকাকে প্রকৃত সুন্দর করে তুলুন এবং এখানকার জন্য কল্যাণকর হোন।

ব্রিগিটি সাহেবা নামে ভদ্রমহিলা বলেন, হুযুর অনেকটা পোপের মতই, অর্থাৎ ধর্মীয় নেতার মত। তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত শক্তি ও আকর্ষণ রয়েছে আর তাঁকে দেখে মনে হয় খোদা তা'লার সঙ্গে তাঁর এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যই প্রকৃত সৌন্দর্য- তাঁর এই উক্তি আমার পছন্দ হয়েছে।

শহরের ইন্টিগ্রেশন অফিসে সদস্যা ইরবিল ইরেন সাহেবা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন- এই অনুষ্ঠান সফল অনুষ্ঠান ছিল। আজ আমি জেনেছি যে করমর্দন না করা সত্ত্বেও সমাজের উন্নতির জন্য নৈতিকভাবে হাতে হাত রেখে চলার প্রয়োজন। হুযুর আনোয়ার অত্যন্ত সহানুভূতিশীল বলে মনে হয়। তাঁর কথাগুলি উচ্চাঙ্গের ছিল, বিশেষ করে অভ্যন্তরীন সৌন্দর্যের বিষয়ে তাঁর মন্তব্যটি।

একজন মহিলা পুলিশকর্মীও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের মতামত জানিয়ে বলেন,

'একটি বিষয় আমার ভাল লেগেছে, আমি দেখেছি হুযুর আনোয়ার সেখানে বসে বসে অন্যান্য বক্তাদের কথাগুলি নোট করছিলেন আর সেই কথাগুলিকে তিনি নিজের ভাষণেও উদ্ধৃত করেছেন। বক্তাদের কথাগুলি নোট করে তিনি সেগুলিকেই ইসলামের আকর্ষনীয় শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বর্ণনা করেছেন। এটিই তো প্রকৃত সমন্বয়।

মহিলা পুলিশকর্মী বলেন, 'যে ইসলামকে আমরা পুলিশকর্মীরা দেখি, তাতে উগ্রবাদ ও হিংসা পাওয়া যায়। কিন্তু আমি খলীফাতুল মসীহ বর্ণিত ইসলাম সম্পর্কে শুনেছি আর এটিই যদি ইসলাম হয়ে থাকে, যা খলীফাতুল মসীহ্ উপস্থাপন করেছেন, তবে এই ইসলাম অবশ্যই দ্রুত বিস্তার লাভ করবে আর এই ইসলামের বিরুদ্ধে কোন মানুষের মনে কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়।

পাইরেটস পার্টির এক প্রভাবশালী ও প্রবীণ সদস্য তিনি ভাষণ শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর চেহারায় এক বিশেষ প্রশান্তি ও তৃপ্তির আভাস লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বক্তব্য উচ্চমানের ছিল।

এক ভদ্রলোক ওল্ড হোম এ থাকেন, তিনি তুর্কির জামাতের সঙ্গে পরিচিত। তিনি বলেন, তুর্কিরা জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে সব সময় সংরক্ষনশীল মনোভাব প্রকাশ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানে যোগ দান করেছে এবং খলীফার ভাষণ শুনেছে। আমি ভাষণ দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। 'আমাদের সকলে মিলে মানবতার কারণে এক জাতি হিসেবে কাজ করতে হবে'- তাঁর এই বক্তব্য আমার পছন্দ হয়েছে।

এক পার্টি সদস্য বলেন, যেভাবে এখানে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ হয়েছে, আমাদের দলে বড় পেশাদাররাও এমন অসাধারণ কাজ করতে পারে না।

(বিশিষ্ট অ-আহমদী অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাতের শেষাংশ)

সংসদ সদস্যা প্রশ্ন করেন, ইসলামে নারীর কি কি অধিকার রয়েছে? তারা কি মসজিদে পুরুষদের সঙ্গে নামায পড়তে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন- ইসলামে পুরুষ ও নারীর অধিকারে কোন প্রকার তারতম্য নেই, কারো অধিকার খর্ব করা হয় নি। অধিকারসমূহের মধ্যে ভারসাম্য রয়েছে। কন্‌ফারেন্স রুমের একদিকে দুইজন আইরিশ আহমদী মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। হুযুর তাদের কথা উল্লেখ করে বলেন, তারা দুজনেই পর্দা করেছে, হিজাব পরিহিতা আর এভাবেই তারা নিজেদের সমস্ত কাজ করে। নিজেদের দায়িত্বাবলীও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করছে। তাদের মধ্যে একজন যুক্তরাষ্ট্রে থাকে, সেখানে লাজনাদের স্থানীয় সংগঠনের তিনি সদর। আমরা আমাদের মহিলাদেরকে সুসংঘবদ্ধ করে রাখি, এই সংগঠনটির নাম লাজনা ইমাউল্লাহ। এরা স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের অনুষ্ঠানাদি করে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- যতদুর মহিলাদের পুরুষদের সঙ্গে একত্রে নামায পড়ার প্রসঙ্গটি রয়েছে- যুক্তরাজ্যে শাসকদলের এক রাজনীতিক আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে, ভবিষ্যতে কি কখনও এমন হতে পারে যখন মহিলা ও পুরুষ একত্রে নামায পড়বে? আমি তাকে বলেছিলাম, আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে যে রীতি ছিল তা হল পুরুষরা সামনের সারিতে নামায পড়ত আর মহিলারা পিছনের সারিতে নামায পড়ত।

হুযুর আনোয়ার বলেন- নামাযের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে, বিভিন্ন অংশ রয়েছে। একত্রে নামায পড়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য কিছু কিছু অংশ পূর্ণ করা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে মহিলারা নিজেদের সুবিধার্থে পৃথক স্থানে নামায পড়া সমীচীন মনে করেছে। স্থানাভাবে একটি হলঘরেও নামায পড়া যেতে পারে।

এক সংসদ সদস্য প্রশ্ন করেন যে মসজিদের নাম 'মরিয়ম মসজিদ' রাখার কারণ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- জুমার দিন মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে বলব। আপনি উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে ভুলবেন না।

এক সাংসদ বলেন- শিয়া ও সুন্নীদের যে বিভেদ রয়েছে, কুরআন করীমে তার কি কোন ভিত্তি রয়েছে?

প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- কুরআন করীমে এর কোন ভিত্তি নেই, আর কোন ফির্কার বিষয়েও কোন ভেদাভেদ নেই। কুরআন করীম যখন নাযিল হল, তখন তো কোন ফির্কা বা দল ছিল না, এগুলি সবই পরে গঠিত হয়েছে। যেভাবে ইহুদীধর্ম ও খৃষ্টধর্মে পরবর্তীকালে দলাদলি হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- আমাদের বিশ্বাস, খোদা এক ও অদ্বিতীয়। আঁ হযরত (সা.) আল্লাহ্‌র নবী, কুরআন এক ও অভিন্ন। আমরা সমস্ত নবীর উপর ঈমান আনি। কুরআন করীমে একটিই ধর্ম 'ইসলাম' -এর উল্লেখ রয়েছে। এই ফির্কাগুলির কোন উল্লেখ নেই। তাই আমরা চাই সকলে সেই এক ও অভিন্ন ধর্মের উপর যেন একত্রিত হই। আর সকলে একে অপরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী হই এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানকারী হই।

হুযুর আনোয়ার বলেন- হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর আগমণের দুটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,'আমি এসেছি যাতে মানুষ তাদের স্রষ্টাকে চিনতে পারে,খোদার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল তাঁর সৃষ্টিজগতের অধিকার প্রদান করা। প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের অধিকার প্রদানকারী হয়।

এক সাংসদ প্রশ্ন করেন, জামাতের উপর হওয়া নির্যাতনের সংবাদ তিনি মাত্র এক সপ্তাহ আগেই জেনেছেন। আপনাদের জামাতে কি এমন কোন ব্যবস্থাপনা আছে যা এই সংবাদ ক্রমাগতভাবে পৌঁছে দিতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- জামাতে এমন ব্যবস্থাপনা রয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ক একটি সংগঠন রয়েছে যারা এই সব কাজ এবং যোগাযোগ করে থাকে। এই কমিটির সদস্যরা জেনেভায় (সুইজারল্যান্ড)-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।সেখানে ইউএনএইচসিআর. এর সঙ্গে যথারীতি বৈঠক হয়। অনুরূপভাবে মালেয়েশিয়া, থাইল্যান্ড

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 12 Sep, 2024 Issue No.37

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(২ পাতার পর.....)

পারে না। কেননা, সৌদি আরব প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছে। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও আহমদীরা হজ্জ করে।

হুযুর বলেন: হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) হজ্জ করেন এবং আরও অনেক আহমদী হজ্জ করে। প্রতি বছর হজ্জে অনেকে যায়। সরকারের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা থাকায় আত্ম পরিচয় গোপন রেখে হজ্জ করতে হয়।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে যে, বন্ধুদেরকে কিভাবে তবলীগ করব?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: বন্ধুদের সামনে নিজের উত্তম নমুনা দেখাও। তাদের জ্ঞাত থাকা উচিত যে, তুমি আহমদী মুসলমান, খোদাকে এক-অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস কর, কুরআন করীমকে মান্য কর, মহানবী (সা.)-এর উপর ঈমান এনেছ এবং এই সমস্ত উত্তম শিক্ষা তুমি কুরআন থেকে শিখেছ, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছে শিখেছ। তুমি যখন অপরকে ভাল ভাল কথা বলবে, তাদেরকে ভাল কথা শেখাবে এবং তাদের জন্য নমুনা হবে তখন মানুষ তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, তোমাদের কথা তাদের ভাল লাগবে এবং তোমাদের কথা তারা শুনবে। তাই নিজেদের উত্তম নমুনা প্রদর্শন করলে মানুষ আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে নাসেরাতুল আহমদীয়ার ক্লাস

প্রোগ্রাম অনুসারে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে নাসেরাতদের ক্লাস আরম্ভ হয়। কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তিলাওয়াত করে সাবিকা মাহমুদ এবং উর্দু অনুবাদ পেশ করে রওশানা তাহের। হুযুর বলেন, ডেনিশ ভাষাভাষিদের জন্য ডেনিশ অনুবাদও হওয়া উচিত ছিল। এরপর সাখেরা তাহের আঁ হযরত (সা.)-এর খিলাফতের বিষয়ে হাদীস উপস্থাপন করে এবং এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করে শুমাইলা শাহিদ।

হযরত হুযাইফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন- তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতঃপর তা উঠিয়ে নিবেন এবং নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা যখন চাইবেন এই নেয়ামতকে উঠিয়ে নিবেন এবং তাঁর তকদীর অনুসারে যন্ত্রণাদায়ক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই যুগের অবসানের পর তাঁর দ্বিতীয় তকদীর অনুসারে অত্যাচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশেষে আল্লাহ্‌র করুণা উদ্বেলিত হয়ে জুলুম ও অত্যাচারের যুগের অবসান হবে। একথা বলে মহানবী (সা.) নীরব হয়ে যান।

এরপর ওয়ানীসা আমহদ 'খুলাফায়ে রাশেদীন'- বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখে এবং চার জন খলীফা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরে।

এরপর আলিশা বাট, লাবিনা জাভেদ, মুবাশ্বেরা চিমা, আনিকা লাইক, মাশআল আহমদ এবং যারা তারিক সমবেত কণ্ঠে একটি নযম পরিবেশন করে।

'হামারা খিলাফত পে ঈমান হ্যায়।'

এরপর পর বাসমা চীমা 'খিলাফতের কল্যাণ' সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খিলাফত সম্পর্কে আল ওসিয়্যত পুস্তিকায় বলেন:

খোদা তা'লা দুই প্রকারের কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেন। ১। নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির এক হাত প্রদর্শন করেন। ২। অপর হাত এরূপ সময় প্রদর্শন করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করে যে, এখন নবীর কাজ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তখন তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামাত ধরাপৃষ্ঠ থকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামাতের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, তাদের কোমর ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদা তা'লা দ্বিতীয়বার নিজ মহাকুদরত প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ নাগাদ ধৈর্য অবলম্বন করে তারা খোদা তা'লার এই 'মুজিযা' দেখতে পায়। যেভাবে হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর সময় হয়েছিল। যখন আঁ- হযরত (সা.)- এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হয়েছিল; বহু মরুবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবারাও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়েছিলেন। তখন খোদা তা'লা হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-রে দাঁড় করিয়ে পুনর্বার তাঁর শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন। .....

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দুটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন এখন এটা সম্ভব নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমণ তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেহেতু 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদা তা'লা বলিয়াছেন, ' আমি তোমা অনুবর্তী এ জামাতকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর জয়যুক্ত করব।

এর পর আমেনা সৈয়্যদা এবং আযযা বেলাল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর খলীফাগণের উপর বক্তব্য রাখেন। অতঃপর হুযুর আনোয়ার (আই.) নাসেরাতদের প্রশ্ন করার অনুমতি দান করেন।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করে যে, আপনি যখন আসেন তখন একটি নযম পড়ার বিষয়ে কথা বলেছিলেন। এখন কি সেই নযমটি পড়ব? নযমটি 'দুররে সামীন' থেকে নেওয়া। ' সুবহানা মাঁইয়ারানি'। আরেক মেয়ে কাসীদা পড়ার আবেদন করে।

হুযুর আনোয়ার দুটি পঙক্তি পড়ার অনুমতি প্রদান করেন এবং ' ইয়া রাব্বি সাল্লে আলা নবীয়েকা দায়েমান' পঙক্তিটির পুনরাবৃত্তি করতে নির্দেশ দেন।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ার (আই.) এযাবৎ কতবার কুরআন মজীদ পাঠ করা সম্পূর্ণ করেছেন? হুযুর আনোয়ার বলেন, অসংখ্য বার। কখনো গণনা করি নি। বছরে ছয় থেকে সাতবার সম্পূর্ণ হয়ে থাকে।

এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, আপনি যখন খলীফা নির্বাচিত হন, তখন কেমন অনুভূতি ছিল?

হুযুর বলেন, আমি পূর্বেও বলেছি, ভিডিও পুনরায় দেখে নিও। অনেক বড় দায়িত্ব ভার হয়ে থাকে। আর এটি অনেক কঠিন কাজ।

একটি মেয়ে প্রশ্ন করে স্কুলে কোন বয়সে ওড়না পরা উচিত?

এর উত্তরে হুযুর বলেন: ১২ বছর থেকে। কিন্তু পরিধান উপযুক্ত এবং লজ্জাশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে , আপনি বাল্যকালে কি ধরণের দুষ্টুমি করতেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোর বলেন: নিশ্চয় করতাম, এখন স্মরণে নেই। আমি প্রায় ঝগড়ার মীমাংসা করতাম।

এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, আপনি কি বাল্যকালে মায়ের কথা শুনতেন এবং তাঁকে সাহায্য করতেন?

হুযুর বলেন, আমি প্রত্যেকটি নির্দেশ মান্য করতাম। বাজার থেকে গৃহস্থালীর জিনিসপত্র এনে দিতাম।

হুযুরের প্রিয় রঙ কোনটি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: কখনো ভেবে দেখি নি। সমস্ত রং-ই ভাল লাগে।

এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, আপনার কাছে অবসর সময় থাকলে আপনি কি রান্না করেন?

হুযুর বলেন: পূর্বে রান্না করতাম। কিন্তু এখন সময় পাই না।

আপনার প্রিয় ফুল কোনটি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: গোলাপ ফুল।

আপনার পছন্দের খাদ্য কোনটি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: সমস্ত সুস্বাদু খাবার ভাল লাগে। এমনিতে 'সি-ফুড'ও ভাল লাগে।

আপনার প্রিয় খেলা কোনটি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: এই একই প্রশ্ন ছেলেরাও করেছিল। শৈশবে এবং যৌবনে ক্রিকেট খেলতাম।

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir